আমার রবের কাছে ফেরার গল্প

শামছুন্নাহার রুমি

#অন্যরকম_ভাবনা

আমার লিস্টের প্রিয় বোনগুলোর প্রতি আহ্বান!

আলহামদুলিল্লাহ্,আমার ফ্রেন্ডলিস্টটা এক ঝাঁক দ্বীনি বোন দিয়ে পরিপূর্ণ এক ফ্রেন্ডলিস্ট মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ!💖

তো এই বোনগুলোর ভিতর অধিকাংশই আমার মত জেনারেল লাইনে পড়ুয়া।আল্লাহর অশেষ রহমত,এদের বেশিরভাগ অনেক আগেই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সবচেয়ে বড় নেয়াম ত হেদায়েত,সেই হেদায়েত প্রাপ্ত!অনেকেই সম্প্রতি হেদায়েত পেয়ে মহান রবকে খুঁজে পেয়েছে।নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলেছে নিজের গাফেল জীবন আর নিজের নফসের সাথে নি জের পরিবারের সাথে যুদ্ধ করে খুঁজে চলেছেন জান্নাতের পথ!আল্লাহ সহজ করে দিন আমার সেইসব বোনদের এই জান্নাত খুঁজে ফেরার পথে।

#তো_যা_আসলে_বলতে_চাচ্ছিলাম_সেটা_হচ্ছে,

কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে?কোন মানুষটার জন্য?কিভাবে?কেমন করে এই দ্বীনের পথে আসা?জাহেলিয়াত কে পেছনে ফেলে কিসে প্রভাবিত হয়ে রব্বে করীমের দিকে ফিরে আসা?এই গল্প গুলো জানতে চাই,অন্য বোনদের কে জানাতে চাই যেন আমার সেই বোনগুলোও ফিরে আসে যারা এখনো দয়াময় রবকে ভুলে আছে,রবের বিধান কে ভুলে আছে!

এখন কথা হলো এই ঘটনা কিভাবে জানবো?

সংক্ষেপে বলি,দ্বীনের পথে আসা আমার বোনগুলো,আপনারা আপনার দ্বীনে ফেরার গল্প,আপনার রবকে খুজে পাওয়ার গল্প অত্যন্ত যত্ন সহকারে লিখে আমার ইনবক্সে শেয়া র করবেন।(বাংলায় লিখতে হবে)

আমি সেই লেখা আমার টাইম লাইনে শেয়ার করবো(পরিচয় গোপন রাখা হবে, কেউ চাইলে পরিচয় প্রকাশ করতে পারেন)। অবশ্যই সত্য কথা লিখবেন,মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না।

(মহান আল্লাহ কিন্তু সব দেখছেন) ।

এভাবে এক একটা লেখা আমি আমার টাইম লাইনে শেয়ার করবো যেগুলো আমার লিস্টের অন্য বোনেরা লাইক,শেয়ার করবে এবং গল্প টা পড়ার পর নিজের মূল্যবান মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখবে।আর এভাবেই দ্বীনে ফেরার দাওয়াহ,পর্দার দাওয়াহ,গাফেল থেকে নেককার বান্দী আমাতুল্লাহ হওয়ার দাওয়াহ ছড়িয়ে পড়বে অন্য বোনদের টাইম লাইনে!হয়তো তা হেদায়েতের কারণ হবে আমাদেরই মত কোনো এক বোনের, ইনশাআল্লাহ!

এভাবে সবার লেখা শেয়ার করার পর সাড়া জাগানো, গাফেল হৃদয়েও হেদায়েতের ঝড় তোলা সেরা সেরা লেখা গুলো সিলেক্ট করবো এবং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যদি আমার হায়াত রাখেন তবে সেই সিলেক্ট করা নির্বাচিত লেখাগুলো একত্র করে একটা বই বের করার চেষ্টা করবো ইন--শা--আল্লাহ।💖💖💖

(ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ)

গল্পের হেডলাইন হবে

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

তো বোনেরা,শুরু হয়ে যাক নিজেই নিজের গল্প লেখা!💘

আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

পোস্ট টা কপি অথবা শেয়ার করে অন্য বোনদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং কপি করলে অবশ্যই আমাকে ট্যাগ দিবেন।যদি আপনি নিজে অংশগ্রহণ না করেন,অন্য কেউ অংশগ্রহণ করলে আপনার মাধ্যমে লেখা আমার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেও হবে ইনশাআল্লাহ।

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আলহামদুলিল্লাহ্,, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করেছেন প্রায় এক বছর আগে।।আমার জন্ম একটা নামমাত্র মুসলিম পরিবারে,,যেখানে ইসলাম মানা শুধু রমজানের সাওমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।আমাদের পরিবারে আমরা দুই বোন,,বাবা আর মা।। পরিবারের কেউ এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করে না,,যদিও এখন আলহামদুলিল্লাহ্ আমার মা আর বোন কিছুটা সালাত শুরু করেছে।।ছোট বেলা থেকে কখনো বাবা মাকে বলতে শুনিনি নামায পড়তে হবে রোযা রাখতে হবে,,বরং তারা সব সময় চেয়েছেন তাদের মেয়ে অনেক ভালো করে পড়াশুনা করুক,,একজন ভালো ডাক্তার হোক।।দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত তো দূরে থাক পড়াশুনার প্রব্লেম

হবে বলে রোযাও রাখতে দেন নি,,আর আমিও রাখি নি।।আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল মেডিকেল এ চান্স পাওয়া অন্য কোনো দিকে কখনো আমার খেয়াল ছিল না।।দ্বীনের বুঝ না থাকলেও আমি কখনো উশৃঙ্খল ছিলাম না,,তাই এলাকায় ভদ্র মেয়ে হিসেবেই পরিচিত ছিলাম।। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি সরকারী মেডিকেলে চান্স পাই,,বাসা থেকে প্রথম বারের মত বাইরে কোথাও থাকার সুযোগ পেয়ে যাই।।

শুরু হয় আমার একার পথ চলা,,একদিকে নতুন পরিবেশ অন্যদিকে মেডিকেল এর প্রচুর প্রেশারে ডিপ্রেশড হয়ে যাই।।অনেক বন্ধুবান্ধবের সাথে পরিচয় হয়।শুরু হয় ফ্রি মিক্সিং,,একদম জাহেলি জীবন যাকে বলে।।প্রচুর গান শুনতাম,,প্রচুর হ্যাং আউট আরফেসবুকে এই সবকিছুর পিক দেয়া।।এত কিছুর পরও কই জানি একটা কমতি ছিল।।দিন শেষে আমি একা।।এভাবেই আমার দিন কাটছিল।।হঠাত ফেসবুকে একটা পোস্টকে আল্লাহ আমাকে হেদায়তের উসিলা করে দেন,,আলহামদুলিল্লাহ সেই থেকে শুরু।। একদিনেই গান শোনা চিরদিনের মতো বন্ধ করে যায়,,শুরু হয় হেদায়াতের পথে চলা।।তবে আমার জন্য সবকিছু এত সহজ ছিলো না।।ফেসবুকে এত পিক ডিলিট করতে না পেরে আর গায়েরে মাহরামদের এভোয়েড আগের আইডিটা ডিলিট করে দিলাম।নতুন আইডি খুললাম আর পরিবার থেকে আমার চেঞ্জটা এত সহজে মেনে নেয়নি,,তাদের মতে শুধু নামায আর রোযা রাখলেই হবে,,পরদা করার কোনো দরকার নেই।।যখন তাদেরকে বুঝাতে গেলাম তখনই ঝামেলা শুরু হলো।।বলতে লাগলো আমি জঙ্গি হয়ে যাচ্ছি কি না!!!অনেক বুঝানোর পরেও যখন তারা মানে নাই,,তখন আমি লুকিয়ে পর্দা করা শুরু করি আজ ৫ মাস হলো।।আলহামদুলিল্লাহ্ কলেজে আমি পরিপূর্ণ পর্দা করার চেস্টা করছি,,বাসায় কেউ জানে না আমার বোন ছাড়া।বাসায় যাওয়ার সময় আবার ত্রিপিছ পরেই যাই,,তখন অনেক কষ্ট হয়।।।সারাদিন রাত বাবা মার জন্য দুয়া করি যেন তারা হেদায়াত পান আর এমন একজন জীবনসঙ্গীর আশা করি যিনি আমাকে এই জাহিলিয়াত থেকে বের করে নিয়ে যাবেন।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2415827698680600&id=100007601799490

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক:

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:২

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আসসালামু আলাইকুম!!

গত ২৯/১২/২০১৯ইং তারিখে আমি ময়মনসিংহের একটি মহিলা মাদ্রাসার সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিই। অতি সামান্য একজন মেয়ে আমি, দ্বীনের বিষয়ে তেমন ইলমও আমার নেই। ঢাকার কোনো এক নামকরা কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীর যেভাবে চলাফেরা করা উচিত তার ব্যতিক্রম ছিল না আমার চলাফেরা। আমি সেই ছোট থেকেই মহান আল্লাহকে চেনার যে পিপাসা, সেটা বুকে নিয়ে এক ক্লান্ত পথিকের ন্যায় ছুটে চলেছিলাম। নিজেকে দ্বীনের পথে রাখার চেষ্টা করেছি।

নবম শ্রেণি থেকে এক ফ্রেন্ড এর অনুপ্রেরণায় নিজেকে পর্দায় আবৃত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার পরিবারের কঠোর নির্দেশ, আমাকে নামকরা ডাক্তার হতে হবে, বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে আমাকে। আমিও সেই লক্ষ্যে নিজেকে অগ্রসর করছিলাম। জেএসসিতে জিপিএ-৫ সহ গোল্ডেন এসএসসি তে ৯৫% মার্কস নিয়ে বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য একটা ভালো কলেজে ভর্তিও হলাম। আমার মতোই আমি পর্দার মাঝে রেখে নিজেকে কলেজের কার্যাদি সম্পন্ন করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু নামিদামি কলেজ হলে যা হয়!!

সেখানে আমার পরিধানকৃত পোশাক ছিল নিষিদ্ধ। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে পর্দা ছিন্ন করতে হয়। তখন থেকেই নিজের ভেতরে এক অনুশোচনার সৃষ্টি হয় - " দুনিয়ার প্রতিটা আনাচে-কানাচে স্রষ্টার রহমতে পরিপূর্ণ আর সেখানে আমার মতো এক নাফরমানি নিজের স্বপ্ন পূরনের জন্য আমার রবকে অবজ্ঞা করছি!!

এতে না হয় আমি আমার বাবা-মার স্বপ্ন পূরন করতে পারলাম কিন্তু বিনিময়ে তো আমি আমার স্রষ্টাকে হারিয়ে ফেলছি, সেটাতো উচিত নই। ছোট থেকে আজ অব্দি প্রভুর নিকটে আমি যা চেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তার কোনোটাই অপূর্ণ রাখেন নি তিনি। তবে আজ কেনো আমি আমার দুনিয়ার জন্য তাকে হারিয়ে ফেলছি?

আমি যদি ডাক্তার হতে পারি তাহলে হয়তো সকলের স্বপ্ন পূরণ হবে কিন্তু আলটিমেটলি সেটা কি কারো কোনো কাজে আসবে? কবর তো আর আমার এমবিবিএস সার্টিফিকেট দেখে আমাকে কিংবা আমার বাবা-মাকে ছেড়ে দিবে না!"

এমন হাজারো ভাবনা আমাকে ঘিরেছিলো সেদিন তবে আমার কিছুই করার ছিল না। শুধুমাত্র একটা পথই ছিল,, হয়তো আমাকে আমার সারাজীবনের সকল স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়ে অর্থাৎ দুনিয়াবি চিন্তা বাদ দিতে হবে নাহয় আমাকে গাফেল হয়ে থাকতে হবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যা হওয়ার হবে আমি প্রথমটাই বেছে নিবো।

এখন সকলকে বুঝাতে হবে আমার চাওয়াটা। ভাইয়াকে বল্লাম খুব ভয়ে, আল্লাহর অশেষ রহমতে বলার সাথে সাথেই উনি সহমত প্রকাশ করলেন। তবে আর কেউ আমাকে মাদ্রাসায় দিতে রাজি নয়। অনেকের অনেক কথা। এতো ভালো কলেজ ছেড়ে এখন কেনো এইসব হুজুরের লেবাসের ইচ্ছা?

মাদ্রাসার পড়ার কোনো দাম নাই,কি হবে সেটা পড়ে?

আরো অনেকককক আজেবাজে কথা শুনতে হয়েছিল। সমাজের লোকজনও আমার পর্দাটাকে ভালোভাবে নিতো না তবে সবাই নয়।অনেকেই আমাকে সাপোর্ট করেছিল। তবে আমি নিরাশ হইনি। কারণ আমি আমার প্রভুকে পেতে চাই আর সেটা যেকোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও।

সবার নানান কথা শুনে আমি জেদ করে কলেজে যাওয়া অফ করে দিই। এতেও কারো মন্তব্যের শেষ নেয়। কিন্তু আমার সে মন্তব্য কানে নিলে চলবে না। এভাবে দীর্ঘ ৪ মাস আমাকে লড়াই করতে হয়েছিলো সকলের মতের বিরুদ্ধে। অবশেষে আমি সফল আলহামদুলিল্লাহ।তবে প্রকৃত সফলতা আমার এখনো আসেনি। সেদিনই আমি পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারবো যেদিন প্রভু তার দ্বীনের পথে আমাকে কবুল করে নিয়ে হাশরের মাঠে তার আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আমাকে সম্পূর্ণ রব্বুল আলামীনের তরে সপে দিতে পারি....

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ১ম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2415943412002362&id=100007601799490)

দ্বীনের ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:৩

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

২০১৭ সালের সম্ভবত মার্চ মাস চলছে।আমার ছোট ভাই তখন ভীষণ অসুস্থ।ওকে হসপিটালে ভর্তি করার জন্য আমার মা আমার ভাইকে নিয়ে গেছেন।ফ্যামিলির সবাইর আল্লাহর উপর একটা ভরসা ছিলো বড় কোন অসুখ হবেনা ডাক্তার মেডিসিন দিবেন ব্যস কমে যাবে।

ভাই যেদিন ডাক্তারের কাছে যায় অইদিন ভাইয়ের রিপোর্টএর অপেক্ষা করতে করতে আমি দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ি যোহরের নামায না পড়েই।বিকেলে আমার আব্বু আমার রুমে এসে আমাকে আস্তে করে ডাক দেন আমার নাম ধরে।এতো শীতল গলায় আমার আব্বু আমাকে ডাক দিচ্ছেন নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়ছে এটা অটোমেটিক ভাবে আমার মনে এসে যায় ঘুমের ঘোরে।আমি লাফ দিয়ে উঠে বসি এবং দেখি আব্বুর মুখটা আটকে রাখা কান্নার দমকে আমাকে বললেনঃওর তো (ভাইয়ের কথা) রিপোর্ট ভালো না রে।বড় অসুখ হয়ে গেছে।তুই তো জানিস বড় অসুখ টা কি।তোর মামা ফোন দিয়ে বললেন ওর অবস্থা ভালো না"।আব্বু চলে যান রুম থেকে।

ব্যস এই এতোটুকুই কথা!আর আমি বিছানায় বসে ছিলাম স্তব্ধ হয়ে।পুরো শরীরটা আমার ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো সেদিন।কিভাবে বিছানা থেকে নেমেছি ঠিক জানিনা সুকেসের উপরে রাখা জায়নামাজ দেখে বুক ফেটে আমার কান্না আসে তখন।আব্বু দেখে ফেলবেন বিধায় বাথরুমে গিয়ে আমি হাউমাউ করে কান্না করতে থাকি আল্লাহ আমার ভাই,আমার ভাই আল্লাহ!তুমি আমার ভাইটাকে ভালো করে দাও।আমার ভাই বাচবেনা এতো বড় অসুখ আর বাচবেনা তুমি পারবে সব কোন মেডিসিন লাগবেনা তুমি রিপোর্ট এর খবর টা মিথ্যে করে দাও।বলে হাউমাউ করে বুক ফাটা কান্নায় ভাসছিলাম বাথরুমে বসে পড়েছিলাম।আমার মনে তখন এইটাই বিধেছিল,এইতো

দুনিয়া আমার ভাই মারা যাবে কবরে চলে যাবে আর দুনিয়া নেই এটা তুচ্ছ কিচ্ছু নেই এখানে।আমি মারা গেলে কি নিয়ে যাবো এটাই দুনিয়া।আমার তো নিয়ে যাওয়ার কিছুই নেই।বুক ফাটা কান্না এসেছিল।

তখন আমার বুঝে ছিলোনা এটা বাথরুম কারন আমার কান্না করার জায়গা কোথাও নেই।আমার আব্বু আমার কান্না দেখে সহ্য করতে পারবেন না।অযু করে এসে অনেকক্ষণ পর আমি আসরের নামায পড়ি।নামাযে কান্নার চোটে আমি নিজেকে রাখতে পারছিলাম না।সিজদাতে সেদিন আমি গিয়ে শুধু এ কথা বলেছি আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ আল্লাহ আমি গোনাহগার কিভাবে তুমাকে বলবো।আজ আমার প্রয়োজনে তোমাকে বলছি এর আগে ভুল করেও একবারও তুমায় আল্লাহ বলিনি সিজদায় গিয়ে তুমি এ গাফেল প্রতারককে মাফ করে দাও।আমাকে তুমার বানিয়ে নাও।আমি আর তুমাকে ছেড়ে যাবোনা তুমার জন্য সব বাদ দিয়ে দিবো সব।তুমি আমার ভাইকে সুস্থ করে দাও।তারপর কেটে গেছে কিছু দিন,,,,,,,

নতুন পথ।এ পথে হাটা হয়নি আগে।এ পথে পথিকের হাটা ছিলো সপ্নের মত ,আর শান্তির বার্তায়।

এ পথে হাটতে গিয়ে প্রচুর গান মুভি ডিলেট করেছিলাম।এককথায় কোন কিছু রান্নাঘরে রান্না করতে শাকসবজি বানাতে গেলেও গান শুনতাম প্রচুর মুভি দেখতাম।মুভি দেখায় এতোটা দক্ষ ছিলাম যে কখন কোন মুভি মুক্তি পাচ্ছে কতটা সিনেমা হলে তা অনেকেই আমার কাছে থেকে জেনে নিতো।এই আমি ওইদিনের পর থেকে সব কিছু ডিলিট করে দেই এবং সেই সাথে আল্লাহকে বলি আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও।পুরো কুরআন তিলায়াত ডাউনলোড করি শাইখ শুরাইমের।একজন নায়কের এতো ভক্ত ছিলাম যে সবাই আমাকে ওই নায়কের পাগল ভক্ত বলতো গর্বে আমার ভেতর টা ভরে যেতো।(রাব্বিগফিলী)

একটা ডায়েরী ছিলো আমার অসংখ্য পিকচার ওই নায়কের নিজ হাতে লাগিয়েছিলাম ডায়েরী ঠাসা ছিলো নায়কের পিকচার দিয়ে।আমার আম্মু ওই ডায়েরী টা ফেলে দিতে চাইসিলেন অনেক বলসেন তুই এই গজব ডায়েরীটা ফেলে দে ওটা বাসায় রাখলে কখনোই ফেরেশতারা আসবে না।কত অনুনয় অনুরোধ করতেন আমি কিচ্ছু শুনতাম না সযত্নে রেখে দিতাম ডায়েরীটা।কিন্ত আল্লাহ আমাকে নতুন এক জীবনের সন্ধান দেয়া পরে ওই ডায়েরী আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি।একটা একটা নায়কের পিকচার ছিড়ে আগুনে ফেলছিলাম আর আমার বুক ফেটে কান্না আসছিলো সেদিন।আল্লাহকে বলেছিলাম আল্লাহ ওই পিকচার গুলো তুমার ভয়ে তুমার সন্তুষ্টির জন্য আমি আগুনে পুড়াচ্ছি। তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচিয়ে দিও।ওইদিনের

কান্নায় মনে হচ্ছিলো আমার রব্বকে আমি পেয়েছি খুজে।কারন আমার সবচাইতে দূর্বলতা ছিলো এই অভিনেতার প্রতি।একসময় ভাবতাম সব ছেড়ে দিলেও ওই নায়ক কখনোই না।কি পাগলই না ছিলাম আমি।আর এই আমাকে আল্লাহ টেনে তুললেন।কখনোই ফ্রি মিক্সিং এ জড়ি ত ছিলাম না।আইডিতে আত্নীয় ভাইরা ছিলো বিভিন্ন সিনেমা খেলাধুলার পেজে লাইক দেয়া ছিলো।এইটা মেনে নিতে পারছিলাম না।তাই নতুন আইডি ওপেন করি ননমাহরামমুক্ত।পর্দা করতাম না মোটেও।পর্দা করাটা আমার কাছে আজাব মনে হতো,,আমার আম্মু আব্বু আমার বেপর্দায় শংকিত ছিলেন।একটা সময় নিজেকে আবৃত করে ফেলি।নিজেকে দুনিয়া থেকে আলা দা করে ফেলি মাহরাম ছাড়া কারো সামনে বের হওয়ার সাহস আর হয়নি।

আত্নীয়রা ভেবেছিল আমার চেঞ্জ হওয়া সাময়িক মোহ মাত্র।কিন্তু তাদেরকে বুঝাতে পারিনি সেদিন বিকেলে আমার ভাইয়ের ক্যান্সারের কথাটা আমার জীবনটাকেই আমার রব্ব পালটে ফেলেছেন।

আমার দুনিয়াটা এখন আমার চারদেয়ালেই বন্দি।বারান্দায় বেরুতে আমার ভয় হয় কেউ আমাকে দেখে ফেলবে।আত্নীয় স্বজনরা আমাকে এখন মানসিক রোগী বলে।।কলেজে যাই যথারীতি বলা হয় ইসলামি ছাত্রীসংস্থাতে নাম লিখাইসো নাকি!দুইবছর আগে দেখলাম একভাবে এখন দেখি আরেকভাবে,এইটা কি নতুন স্টাইল শুরু করসস,হুজুর কারো সাথে লাইন টা ইন করে একদম হুজুরনি হয়ে গেসোস।এক্সাম হলে অসংখ্য কথা বলা হয়ে থাকে যতক্ষন না চোখ দিয়ে পানি না আনাবে ততক্ষন পর্যন্ত চলতেই থাকে।আলহামদুলিল্লাহ।

আমার ফ্যামিলির মানুষরা চিন্তিত এতো ভালো রেজাল্ট পড়াশোনা করে তুই চাকরী করবি না,,তুই না এডভোকেট হতে চেয়েছিলি,,এই একা রুম থেকে কোন কেউ বসে নেই তোকে নেয়ার জন্য,পর্দা করেও চাকরী করতে পারিস,তোর জন্য আমরা পাগল হয়ে যাবো,,তুই জানিস তুই মানসিক রোগী,উন্মাদ।প্রতিনিয়ত আমাকে এসব শুনতে হয় আমি বিমর্ষ হয়ে যাই বুক ফেটে আমার কান্না আসে রব্ব ছাড়া কেউ নেই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও রব্ব দম বন্ধ হয়ে আসে আমার,তারা সবাই আমাকে অসামাজিক পাগল বলে কেনো।বলুক ,,রব্ব আমি আজীবন তোমার পথে হাটতে চাই।আমি মানসিক রোগী গাফিল তোমার জন্য দুনিয়া উৎসর্গ করতে চাই,অসামাজিক হতে চাই যতোটা অসামাজিক হলে তোমার কাছে জান্নাতে একটা ঘর পাওয়ার দাবি করতে চাই।।।

ও হ্যা আরেকটি কথা,সেদিন আমার ভাইয়ের ক্যান্সার হওয়ার রির্পোট টা ভূল এসেছিলো।এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার জানিয়েছেন আমার ভাইয়ের ক্যান্সার হয়নি সামান্য মেডিসিন খেলে ও সুস্থ হয়ে যাবে।শুকরিয়ায় অবনত হয়েছিলাম রব্বের প্রতি আমি আমার ফ্যামিলি।আমার ফ্যামিলির মানুষ আমি ভাবি

এটা কি ছিলো আসলে,ভাইয়ের ক্যান্সার রোগটা ছিলো আমার রব্বের পক্ষ থেকে হেদায়াতের উছিলা।তিনিই জানেন কাকে কিভাবে পথ দেখাতে হয়।না হলে কখনোই এক সপ্তাহ পরে রির্পোট ভূল এসেছে এটা ডাক্তার জানাতেন না।আমার আল্লাহ সর্বশক্তিমান মহাপরিকল্পনাকারী।

আমার প্রত্যাবর্তন সব প্রশংসা তোমার তরে।।

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী!আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় করে দাও।(তিরমিযী)

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনের ফেরার ২য় গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2416499705280066&id=10000760179 9490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:৪

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

২০১৭ সাল৷ সবে অনার্স শেষ করে মাস্টার্স ভর্তি হয়েছি। জীবন যাপনে দুরন্তপনা। ফ্যাশন সচেতন। তবে পারিবারিক সঠিক শাসন ছিলো বলে উগ্র কখনোই ছিলাম না৷ ফ্যাশন সচেতন থাকলেও শালিনতার সীমা কখনো লংঘন করিনি। অন্যদের মত ফেসবুকে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটানো ছিলো নেশা। এমনিতে কখনো চ্যাট ইনবক্সে কখনো কাউকে রিপ্লাই করতাম না৷ কিন্তু শয়তানের ধোঁকা যখন আসে তখন নিজেকে আটকানো মুশকিল হয়ে যায়।

হঠাৎ চ্যাট ইনবক্সে নক এলো। আমিও জানিনা কি মনে করে রিপ্লাই করলাম৷ ব্যস শুরু সেই থেকেই। কি এক অদ্ভুত আকর্ষন! ভালো লাগা! তীব্র মনের টান! এরপর দেখা হওয়া, এক সাথে সময় কাটানো, রিকশায় ঘুরা, রেস্টুরেন্টে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কথপোকথন... দূর্বলতা আমার ই বেশী ছিলো। তবে কখনোই বলিনি সেটা তাকে৷ আসলে আমাদের মাঝে প্রেম নামক সম্পর্কটা ছিলো না। সে এক অজানা ভালো লাগায় আমার কাছে আসতো৷ আমিও নিজেকে আটকে রাখতে পারতাম না সে ডাকলে।

সে তার অতীতের দুঃখ ভাগ করে নিতো আমার সাথে। ভালবাসতো একটি মেয়ে কে। মেয়েটির অনত্র বিয়ে হয়ে যাওয়া তে তার জীবন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। সে নাকি কোনদিন আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না৷ আমি জিজ্ঞেস করতাম, তাহলে কেন আসেন আমার কাছে? জবাবে বলতো,, জানিনা৷ আপনাকে খুব ভালো লাগে। আপনাকে না দেখলে কষ্ট হয়৷ তবে সেটা ভালবাসা নয়৷। এভাবে চলতে থাকে৷ আমি তার জন্য এক প্রকার উন্মাদের মত হয়ে যাই। আমার বান্ধবীরা বুঝাতো আমাকে কিসের পিছনে ছুটছিস? এটা তো মরিচিকা।।

হুট করে সে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। আবার নিজের মন চাইলে হুট করে কোথা থেকে যেন চলে আসে। সে আমাকে নিয়ে নিজের মন মর্জি করতে থাকে। আমার মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়। এদিকে তার খোঁজ নেই বেশ কয়েকদিন। যোগাযোগ করে না। আমি পড়তে পারিনা। খেতে পারিনা। রাতে ঘুমাতে পারিনা। মনে সুখ নেই। মাস্টার্সের একটা পরীক্ষা মিস হয়ে যায় প্রিপারেশন খারাপ থাকায়। পরে অবশ্য সাপ্লিমেন্টারী দিয়েছিলাম সেই পরীক্ষার। পরীক্ষা শেষ হলো। রেজাল্ট দিলো। যেহেতু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাই পরীক্ষা শেষ হওয়ার সপ্তাহ খানিকের মধ্যই রেজাল্ট দিয়ে দেয়। ডিসিশন নিলাম এই ডিপ্রেশন থেকে বের হতে হলে আমাকে ব্যস্ত জীবন বেছে নিতে হবে। একটা জব এ জয়েন করলাম। শুরু হলো আমার ব্যস্ত জীবন। হঠাৎ আবার তার ফোন। জানালাম জব করছি। অফিসের ঠিকানা নিয়ে দেখা করতে এলো। আমি আবার নিজের মাঝে প্রান ফিরে পেলাম।

একদিন অফিস থেকে বের হয়ে গাড়ি পাচ্ছিলাম না। তাকে মোবাইলে ম্যাসেজ দিলাম। গাড়ি পাচ্ছি না। একটু পৌঁছে দিবেন?

সেঃ আমি খুব বিজি।

ঐদিন কেন জানি খুব ঘৃনা হলো নিজের উপর। বাসায় পৌঁছেই ডিসিশন নিলাম ফোন নম্বর পাল্টে ফেলব। পরদিন ঠিক তাই করলাম। পাল্টে ফেললাম নিজের ফোন নম্বর। কিন্তু মনের ভিতরের কষ্টের ঝড় তো থামে না। বান্ধবীরা প্রবল মানসিক সাপোর্ট দিচ্ছে। কিন্তু কোন কিছুই আমার কষ্ট কে দমাতে পারছে না।

হঠাৎ একদিন ফেসবুকে চোখে পড়লো কুরআনের আয়াত "আমি আমার অসহনীয় দুঃখ আমার বেদনা আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি" (সূরাঃ ইউসুফ,৮৬)।

এই একটি আয়াত পাল্টে দিলো আমার জীবন। নিজের সমস্ত দুঃখ কষ্ট আমার রব্বের কাছে উৎসর্গ করে দিলাম। তার কাছে সাহায্য চাইলাম হে রব! আমার মনে শান্তি ফিরিয়ে দিন। আমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিন মাবুদ।

রব্বের তরফ থেকেই এক গায়েবী আদেশ এলো যেন তার পথেই সমস্ত শান্তি।

শুরু হলো আমার সিরাতুল মুস্তাকিমে চলা।

প্রথমে জব ছাড়লাম। এরপর বোরকা ও নিকাপ শুরু করলাম।

নিজের জীবনের সব গোনাহ'র জন্য রব্বের কাছে লজ্জিত হয়ে তওবাহ করলাম। খাস নিয়তে ক্ষমা চাইলাম।

তবে এই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ চলা সহজ ছিলো না। পর্দার ক্ষেত্রে পারিবারিক বাঁধা ছিলো। মাস্টার্স করেও জব করব না এমন ডিসিশনে সবাই নারাজ ছিলো। অনেক কটু কথা , আঘাত সহ্য করতে হয়েছে৷ আত্বিয় স্বজনরা জংগি বলেছে।

বলে দিলাম বিয়ে করতে ইচ্ছুক। সংসারী হব।

কিন্তু টাকা ওয়ালা পাত্রের কাছে দ্বীনি পাত্ররা হেরে যায়। শুরু হল আমার আরেক সংগ্রাম। নিজের লোভ কে দমিয়ে শুধু রব্বে করিম কে বলেছি আমার জন্য উত্তম সংগী মিলিয়ে দিন। যার মাঝে আপনার জন্য মুহব্বত আছে।

হারিনি৷ লোভের কাছে নিজেকে নত করিনি। ভরসা ছিল আমার রব আমাকে নিরাশ করবেন না৷ হ্যা, করেন ও নাই। এখন আমার স্বামীই আমার সব৷ এত বেশী ভালবাসি তাকে যে সব সময় শুধু রব কে এটাই বলি,, মরে গেলে আর কিছু না হোক। এই মানুষটার হাতের একটু খানি মাটি যেন কবরে পাই। শুধু এই দুনিয়াতে নয়৷ জান্নাতেও আমি তাকেই চাই। ইনশাআল্লাহ।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ৩য় গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2416670488596321&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:৫

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সৌদি আরবে। আমার বাবা ধার্মিক ও আমার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তিনি খুব ছোট্ট বেলা থেকেই আমায় কুর'আন পড়া শিখিয়েছিলেন। আমার বাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল তিনি তার সন্তানকে ৭ বছর বয়স থেকেই নামাজ পড়াবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। তিনি আমার ৭ বছর বয়স থেকেই নামাজকে আমার জীবনে পাকাপোক্ত করে দিয়েছিলেন।

দিন চলতে থাকে। ক্লাস ৪ এ অধ্যয়নরত অবস্থায় আমরা দেশে চলে আসি। এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আশেপাশের মানুষের আচরণ আমার মনে দাগ কাটে। যার ফলে আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকি। কাজিন আর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে প্রচুর গান শুনতাম। আমি স্কুলে স্কার্ফ পড়ে যেতাম। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম এই স্কুলে স্কার্ফ পড়া যাবে না।

গরমের দিন স্কার্ফ পড়লে আমি নাকি অসুস্থ হয়ে যাব, এই তাদের যুক্তি ছিল তখন.!! ক্লাসমেটরাও কেউ হিজাব পড়ত না সেইভাবে। সব জায়গায় বোরকা পড়তাম শুধু কোচিং এ যাওয়ার সময় সালওয়ার কামিজ পড়তাম আর রুমে প্রবেশ করার পর ওড়না মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতাম। ইসলাম থেকে আস্তে আস্তে সরে গেলেও নামাজটা ছাড়িনি।

যখন ক্লাস সেভেনে উঠলাম, তখন এক স্যার আমাদের ইসলাম শিক্ষা ক্লাস নিতেন। উনি আমার সম্পর্কে জানতেন। যেহেতু আমার বাবা ইসলামের বেসিক জিনিসগুলো শিখিয়েছিলেন তাই ক্লাসে

আমি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সহজেই দিতে পারতাম৷ আর একারণেই ইসলাম শিক্ষা স্যার আমায় যথেষ্ট স্নেহ করতেন। এই ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারলাম, তখন ইসলামকে জানার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। উনি আমায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণাও দিতেন।

একদিন উনি ক্লাসে পোশাক, পর্দা ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয়ে ৩০ মিনিট আলোচনা করলেন। উনি যা যা বলেছিলেন তার প্রতিটি কথা আমি বিশ্বাস করতাম। কিন্ত তা সত্বেও আমার মনের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। সেদিন আমি স্যারের কথাগুলো শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে যোহর সালাত পড়ার সময় যে মনোযোগ টা সেদিন আমি পেয়েছিলাম তা হয়ত এরপরে আর কোনোদিন পাইনি৷

সেদিন থেকে আমার ভাবান্তর শুরু হল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে ক্লাসের সবার মধ্যেই মনে হয় এই লেকচার টা শোনার পর ভাবান্তর হবে। কিন্ত না, আল্লাহ হয়ত সেদিন শুধু আমার জন্য স্যারের ওই কথাগুলোয় হেদায়েতের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনের পর গান যথাসম্ভব পরিহার করেছি। পিস টিভির মাধ্যমে ইসলামকে আবার জানতে শুরু করি। দ্বীনের পথে আসার পর নতুন সংগ্রাম শুরু হয়। প্রত্যেকটা সংগ্রামে আল্লাহ আমায় সাহায্য করেছেন।

আমি হাজার পাপী, নীচ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ আমায় কখনো নিরাশ করেন নি। আমলের খাতা এখনো শূন্য। এখনো আমি উদাসীন। এখনো অনেক কিছু বাদ আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অনেকটা পথ বাকি। আমি জাহিলিয়াতে ডুবে যাচ্ছিলাম, আল্লাহ রক্ষা করেছেন। দিনশেষে আমি যে বুঝতে পারি আমায় আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, এই বোধটা আগে আমার ছিল না। এই বুঝটা যে আল্লাহ আমায় দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এখনো হেদায়েতের পথে হাঁটা অনেকটা বাকি।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ৪র্থ গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2416874725242564&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:৬

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমত যে আল্লাহ তার অসংখ্য বান্দা বান্দীর মধ্যে আমাকে তার হেদায়েতের ছায়ায় স্থান দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না

প্রথমেই বলি আমার আগের জীবন সম্পর্কে। আমি ছিলাম মোটামুটি মর্ডান স্টাইলিশ একটা মেয়ে

আব্বু ছিলো ধার্মিক আর আম্মুও ছিলো মোটামুটি।

আমরা তিন বোন এক ভাই আমি ছিলাম তৃতীয় জন। তো আমরা ভাইবোন কেউই আল্লাহর পথে ছিলাম না যেটা আমার আব্বুর জন্য ছিল খুবই কষ্টের বিষয়। তোহ স্কুল জীবনে সিক্স থেকেই বোরখা পড়তাম তবে তা ছিল আব্বুর ভয়ে । আব্বুর অগোচরে তখন নাচ গান সবাই করছি কারণ খুবই ভালো লাগতো। কলেজে উঠেও সেম অবস্থা। এমন ছিলো যে ঘুমাতে যাওয়ার সময় গান শুনতে শুনতে যাইতাম আর উঠতাম ও গান নিয়েই।

সেসময় রিলেশনশিপে ও জড়িয়ে গিয়েছিলাম। এককথায় প্রায় আমার চলাফেরার সবই ছিল হারাম পথে।আল্লাহ মাফ করুক 😓। তবে এত এত গুনাহ করলেও বাহিরে শান্তশিষ্ট আর ভদ্রভাবেই চলতাম

নামাজ পড়তাম তাও আব্বু আম্মুর বার বার বলার কারণে তবে বাদও যাইতো ।আব্বু তাবলীগ করে যার কারণে আমাদের বাসায় ও দেশ বিদেশের অনেক জামাত আসতো ।আমিও গেছি তবে বাসায় এসে যা তাই। তবে ইচ্ছা ছিলো জীবনে পর্দা করবো কোনোএকদিন।

জামাত আসলে বাসায় একটা আন্টি আসতো যে আমাদের অনেক বুঝাইতো যখন আসতো তখনই বুঝাতো আমাদের কিভাবে চলা উচিত আল্লাহর পথেই শান্তি আরও অনেক কিছু । তার এত বোঝানোতে মাঝে মাঝে মন নরম হতো দু'দিন পর সব ভুলে যাইতাম । শেষ যেদিন আবারও বুঝাইলো তার পরদিন পর্যন্ত মনেহয় নামাজ পড়েছিলাম পরে বাদ দিছি তার কিছুদিন পর একদিন রাতে স্বপ্ন দেখছিলাম আমি একটা রাজমহলে আছি যেখানে ফ্লোরে অল্প পানি আর আমার চারপাশে অনেক সাপ।এক কথায় যেখানে পা দিচ্ছি ওখানেই সাপ। আমি আবার আগে থেকেই মাঝে মাঝে সাপ বিচ্ছুর স্বপ্ন দেখতাম আর কেন জানি না স্বপ্ন দেখলে মনে হতো এটাই আমার কবরের আজাব কবরের পরিণতি তাই এমন স্বপ্ন দেখলে কিছুদিন নিয়মিত নামাজ হতো।

তো সেদিন কেমন মনটা হঠাৎ পাল্টে গেল মনে মনে বললাম আর নামাজ বাদ দেবোনা পর্দা করবো এই ভেবে আবার মনে হলো নাহ পর্দা বিয়ের দাওয়াত খেয়ে এসে করবো (তখন একটা দাওয়াত ছিল) , ঐ দিন থেকে করবো সেই দিন থেকে করবো মানুষ কি ভাববে এমন নানা ভাবনা শুরু একদিন কি একটা খুজতে গিয়ে

হাদিসের বই গুছাতে থাকলাম তো একটা বই পেলাম বইটা অনেক পুরাতন এবং পাতলা নাম স্বামীর খেদমত ও পর্দা এমনই কিছু একটা ।তো সেটা পাশে রেখে বই গুছিয়ে রেখে ওটা প ড়তে লাগলাম।

বইয়ে আহামরি কিছু ছিলো না তবে আমার খুব ভালো লাগলো মনে মনে বললাম আমি কোথাও যাব না পর্দা এখন থেকে করবো,যে যা ভাবে ভাবুক ।

সেই দিন থেকে শুরু বাহিরে যাওয়া বাদ দিলাম।ফোন থেকে সব গান ডিলিট করলাম ফেসবুকে পিক ছিলো সেসবও ডিলিট দিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

পরিবার নিয়ে কোনো সমস্যা হয় নি আমার তবে বাহিরে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটা সংস্থা থেকে ব্লকের কাজ শিখতে গেছিলাম প্রথম দিনই অপমান করছে মুখ না খোলার জন্য পরে আবার ডাকছে। তারপর শুরু হলো অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষা সেখানে পর্দার জন্যে কথা শুনতে হলো শেষমেশ স্যার পুলিশের ভয় দেখালো ১৫-২০মিনিট পর মহিলা ডেকে ভেরিফাই করলো এটা ছিল প্রথম বর্ষের পরে আসলো দ্বিতীয় বর্ষ যা ছিল খুবই কষ্টের ।

দ্বিতীয় বর্ষে এমন একটা দিন যায় নাই অপমানিত হতে হয় নাই বিশেষ করে ম্যাডামগুলা ভেরিফাই করার সময় কি বলছে আর না বলছে তার হিসাব নাই। শেষ পরীক্ষার দিন রুম থেকে বের করে দিছে প্রায় ৩০মিনিট ঘুরে ঘুরে ভেরিফাই হতে হয়েছে কান্না চলে আসছে তাদের কথায় ছিল তোমার দিকে কে তাকিয়ে থাকবে? সবাই নিজেরে নিয়ে ব্যস্ত, চলে যাও ভেরিফাই করবো না পরীক্ষা দিতে হবে না তোমার।

তবে এত কিছু বলেও ভেরিফাই করছে এটাই আলহামদুলিল্লাহ তবে এটা ভেবে ভালো লাগছে যে এটা আল্লাহর জন্য করছি প্রতিদান ও আল্লাহ ই দিবে দোয়া করি আল্লাহ উনাদের হেদায়েত দান করুক আমিন। আমার দুই বোন এখনও ঠিকমত নামাজ পড়ে না ।বলে বলে এক ওয়াক্ত দুই ওয়াক্ত পড়ে সবাই দোয়া করবেন যেন আল্লাহ ওদের ও হেদায়াত দান করেন, ভাইটাকে বড় আলেম হওয়ার তৌফিক দেন আর আমার জন্যও দোয়া করবেন আমি যেন আল্লাহর হুকুম গুলো মেনে চলতে পারি।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ৫ম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2417373631859340&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:৭

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আসসালামু আলাইকুম।

আজ থেকে ২ বছর আগে হিদায়াত পাই আলহামদুলিল্লাহ।

জানিনা এই হিদায়াত আমি আজ পর্যন্ত কতোটুকুই ধরে রাখতে পারছি।

আমার বাবা হুজুর,ভাই বোনের মধ্যে আমি বড়,এবং রাগী,বদমেজাজি উশৃঙ্খল ছিলাম বেশ।

ছোট্ট থেকেই জানতাম শুধু নামাজ পড়া,আর মাথায় কাপড় দেওয়াটাই একজন মুসলিমের দায়িত্ব।

কেউ আমাকে কখনো নামাজ পড়ার গুরুত্ব, বা চুল ঢেকে রাখার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে নি,

শুধু কথায় কথায় মেরে,হাত-পা ভেঙ্গেই বলা হয়েছে "আজ মাথায় কাপড় দিস নি কেন?

আজ নামাজ পড়িস নি কেন?"

এভাবে মারধোর করে কি কাউকে দ্বীনের বুঝ দেওয়া যায়?

আমাকেও দেওয়া যায় নি। যা করতাম তা শুধু ভয়েই,, মারের ভয়েই নামাজ পড়তাম,মাথায় কাপড় দিতাম ব্যাস এইটুকুই।

আর গান-মুভি, প্রচুর দেখা হতো।

আরে জানতামই এসব হারাম, বা এসব দেখলে চোখের জিনা,শেষ বিচারের দিন শাস্তি হিসেবে চোখ,কানে আগুনের শীশা ঢেলে দেওয়া হবে।

হুজুর পরিবারে থেকেও গাফেল ছিলাম,,আমার চারপাশটাই গাফেল ছিলো।

যা দেখছি তাই শিখেছি,

চারপাশের বোনদের থেকে এটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম কিভাবে ছেলে ফ্রেন্ড বানানো যায়,কিভাবে প্রেম করা যায়।

যাক এভাবে সেভাবে গাফেল জিন্দেগী আর মারধোর খেয়ে ১০ টা বছর আমার হেলায় চলে গিয়েছিলো।

এস.এস সি পরীক্ষার পর নানুবাড়ি পাঠানো হয় আমাকে,এখন থেকে এখানেই থেকে পড়ালেখা চালাতে হবে তাই।

আহ আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নেই,,,প্রচুর খুশি হই কেউ আর এক মাথার কাপড় দেওয়ার জন্য কথায় কথায় গায়ে হাত তুলবে না,হাত ভেঙ্গে দিবে না নামাজ না পড়লে।

যাক নানুবাড়ির দিনগুলো ভালোই কাটতে লাগলো,,,ফেইসবুকে একাউন্টস খুলা ছিলো,

একদিন হুট করেই একজনের সাথে পরিচয়,

অত:পর প্রণয়...দীর্ঘ কটা মাস হারামেই কেটে গেলো!

কিন্তু নানুবাড়ি আসার পর ইন্টার ফার্ষ্ট ইয়ারের লাস্ট থেকে ফেইসবুকে "মুসলিম নারী" গ্রুপের পড়াগুলো দেখে আমি নামাজের প্রতি মনোযোগী হই। মনোযোগী বলতে একেবারে পাঁচ ওয়াক্তই

পড়া হয়। গ্রুপের বোনরা এতো সুন্দর করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে লিখতো তা আমার মনে গেঁথে যেত। আমার হেদায়েতের উসিলা এই গ্রুপটাই।

আল্লাহ গ্রুপের কার্যক্রমে যারা রয়েছেন সেই সকল আপুদের উত্তম জাঝা দান করুন।

দোয়া রইলো অসংখ্য,, আর বিশেষ করে জুমানাপুর জন্য ভালোবাসা অবিরাম ,,গ্রুপের আরো সকল আপুদের জন্য ও ভালাবাসা রইলো।

আপনারা যদি না থাকতেন তাহলে আমার কি হতো,,আমার রব্ব আপনাদের উসিলায়ই আমাকে আজ আলোর পথ দেখিয়েছেন বলেই ভালো মন্দটা বুঝতে শিখেছি।

নইলে তো জ্যান্ত পশুর মতোই ছিলাম।

আল্লাহ মাফ করুক আমায়।

তো নামাজের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পর পরই কেমন যেন আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছিলাম আমি।

হঠাৎ ককরে একদিন শুনি ওর অন্যজনের সাথে রিলেশন,,তারপর রাগ, জেদ নিয়ে ব্রেকাপ।

কি কষ্ট......শয়তান মনে কতো কথা উঠিয়ে দেয়,আগের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে বিষ ছড়িয়ে দেয় ভেতরটায়।

গলা কাটা মুরগির মতো ছটফট করি তার সাথে কথা বলার ,,কিন্তু নিজের আত্মসম্মানবোধটা প্রখর ছিলো,,তাই বলতে পারছিলাম না।

বারবার আল্লাহকে বলি,,কষ্ট তো কমে না।

ঘুমের ঔষধ একের উপ্রে খাই কিন্তু ঘুম তো হয় না,,কি এক অসহ্য যন্ত্রণা।

পরে নিজেকে আটকে রাখতে পারি নি,,আবার কথা বলে ফেলি,,এখন ফ্রেন্ডস হয়ে কথা বলি,

কিন্তু দিন যায় মনে শান্তি আসে না,,

আগের মতো নাই,,রিলেশনের পর ফ্রেন্ডশিপ বিষাক্ত লাগে,চারপাশ বিষাক্ত লাগে।

তাহাজ্জতের মোনাজাতে নিজের কষ্টের কথা বলি না কমে না কষ্ট,,,বাড়তেই থাকে।

পাগল পাগল লাগে নিজেকে।

একদিন রাতে কষ্টগুলো সহ্য হচ্ছিলো না,

বুকে কোরআন চেপে ধরে,,আর্তনাদ করে বলেছিলাম আল্লাহকে,,,,

"ইয়া আল্লাহ আমার কষ্ট হচ্ছে,,তুমি কি দেখো না?"আমার কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ.........

ব্যাস পরদিন থেকেই যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম আমি,,

গ্রুপের পোষ্টে দেখতে পেলাম রিলেশন হারাম,

খুব সুন্দর করেই মার্জিত ভাষায় আপুরা বুঝায়।

বুঝে গেছি আলহামদুলিল্লাহ।

পরদিন ওকে আনফ্রেন্ড করে দেই,

ফেইসবুকে বেপর্দা অন্য মেয়েদের পিক ছিলো সেগুলো ডিলিট করে দেই।

অদ্ভুত আমার কষ্ট হচ্ছিলো না,,আমি আনফ্রেন্ড করে দিব্যি ছিলাম,,কথা না বলেও দিন চলে যাচ্ছিল।

ব্যাস সমাপ্তি,,হিজাব দিয়ে মাথায় কয়েক প্যাচ দিতাম ফার্স্ট ইয়ার থেকেই,,কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের লাস্ট থেকেই নিকাবের গুরুত্ব বুঝি,,

মোনাজাতে আল্লাহর কাছে বলি আজ থেকে নিকাব করবো তো কাল থেকেই,হয়ে উঠে না আর। তো একদিন আবারও নিকাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোষ্ট পড়ি,,আহা আল্লাহ আমায় কিভাবে আস্তে আস্তে হিদায়াতের পথে এগিয়ে নিচ্ছেন,,,ওড়না নিয়ে নিকাব করে,এভাবে কয়েকদিন যায় তারপর মনে হয় এভাবে ঠিক হচ্ছে না নিকাব,মানুষ আড়চোখে তাকায়,সুন্দর লাগছে কমেন্ট ও করে ফেলে কতোজ তাহলে এই পর্দাটা আমার হচ্ছে না,,এভাবে একদিন পরিপূর্ণ পর্দা নিয়ে মুসলিম নারী

গ্রুপ থেকে আরেকটা পোষ্ট দেখি,,শুরু করি সেই থেকেই।

কলেজ যাই ছেলেরা সাইড দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়,

বাসের সিটে কোন পুরুষ বসে না পাশে,,আমি একা সিটে বসে থাকলেও পাশে বসে না।

কি সম্মান,,অনুভব করি তাকওয়ার পোশাক,আল্লাহকে ভালোবেসে গায়ে জড়িয়ে নেওয়ায়ই এই সম্মান।

তারপর আসে ছেলে ফ্রেন্ডস,,পর্দা করেও ছেলেদের সাথে কথা বলতে আমার হাশফাশ লাগে।

মনে হয় আমি কি পর্দা করছি? তাহলে ওদের সাথে কথা বলছি কেন?

দেখুন আপুরা কিভাবে আল্লাহ আমায় একটু একটু করে এগিয়ে দিচ্ছেন।

প্রশ্নগুলো আল্লাহই কি করে মনে তুলে দিচ্ছেন।

দায়িত্ব আমায় খুঁজে বের করা এর উত্তর।

মাহরাম-গায়রে মাহরাম কি? কাকে বলে?

আমার বাপ দাদা কেউই বলে নি,,

এগুলো কি আমি জানতাম ও না।

ইসলামিক পোষ্টেরর মাধ্যমে জানতে পারি।

কষ্ট হচ্ছিলো ওরা আমায় হেল্প করতো,

কলেজ যেতাম না,নোট থাকলে ওরা ছবি তুলে ইনবক্সে পাঠাতো,,,মেয়ে ফ্রেন্ডসরা বরাবরই হেল্প করতো না,,ওদের থেকে হেল্প খুব কমই পেতাম। ভাবছিলাম যদি কথা না বলি,যদি আনফ্রেন্ড করে দেই তো কলেজের খবরাখবর পাবো কি করে? বা নোটসগুলো?

নিজের পড়ার খরচ চালাতে আমি টিউশনি করি তাই কলেজে যেতাম না,কলেজে পড়াটাও তেমন হতো না,তাই যাওয়া হতো না আরও।

কলেজে যাওয়া আসা পুরো ১০ টাকা,,ভাবতাম এই ১০ টাকা বাঁচিয়ে দিলে পরীক্ষা ফি,রেজিস্টার ফি দিতে পারবো।

কারণ পড়ার খরচটা বাবা দেন না,উনার কথা পড়া বাদ দেও!মায়ের কথায় পড়ি।

তাই চাল+ডাল বেচে টেচেই টেন পাশ করিয়ে নানুবাড়ি দিলেন নানুবাড়িরা পড়ার খরচ চালাবে বলে,,কিন্তু মানুষ নিজের চিন্তায় বাচে না টানবে অন্য বুঝাকে?

হাসলাম! এখানে এসে টিউশনি আমার আল্লাহ কয়েকটা যোগিয়ে দেন,,,ব্যাস সংগ্রামটা এখান থেকেই।

যদি ব্যস্ত না থাকতাম তাহলে হয়তো সব ভুলাটাও আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

অবশেষে নিজের সাথে অনেক বুঝাপড়া করে সব ছেলে ফ্রেন্ডসদের লিস্ট থেকে আনফ্রেন্ড করে দেই। এই ভেবে আল্লাহ সাহায্য করবেন,আল্লাহর জন্য এসব ত্যাগ কিছুই না।

প্রথম প্রথম কষ্ট হচ্ছিলো ভীষণ,কিন্তু একসময় ভুলে যাই,,,সিম চেঞ্জ করে ফেলি।

ছবি,গান ডিলিট করে ফেলি।

একটা গান ডিলিট করতে গিয়ে কেন জানি কলিজা কেপে উঠছিলো,,হাত কাঁপছিল গানটা ডিলিট করতে গিয়ে,,এতোটা পছন্দের ছিলো সেই গানটা,,,কিন্তু না চোখ বন্ধ দাতেদাত চেপে শুধু এটাই বলেছি,,"আল্লাহর সন্তুষ্টির আগে কিছুই না,,এর বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত যদি দিয়ে দেন......আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দেন"

ব্যাস এটাও ডিলিট দিয়ে দেই,,,

কান্না আসছিলো গানটা ডিলিট দিয়া,,মন উশখুশ করছিলো,,,একটা দিন পুরো আফসোস লাগছিলো গানটার জন্য।

পছন্দের ছিলো ভীষণ। তারপর ও সহ্য করে নেই,,এবং একেবারে সেদিন থেকেই গানের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, এখন এমন কোথাও বাজনা গান শুনলেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

রাগি,জেদি আমিটাও একদম বদলে যাই।

আমার পর্দা পরিবারেরর অনেকেই মানতে পারছিলেন না,,অনেকের অনেক কটুক্তি শুনতে হয়েছে,হচ্ছে।

হুজুর পরিবার থেকেও এমন কটুক্তি পর্দা নিয়ে শুনবো ভাবিনি,,,

যাক সেদিন থেকে নামাজে জন্য আর মার খেতে হয় নি আমায়,,,আর মাথায় কাপড় না দেওয়ার অপরাধে কেউ আঘাত করে না মাথায়।

আগে মানুষকে ভয় পেয়ে নামায, মাথায় কাপড় পড়তাম,,,

আর এখন আমার রব্বকে ভয় পেয়ে,তাকে ভালোবেসেই আমার মাথায় কাপড় সবসময়ই থাকে।

বাচ্চাদের দ্বীন শিখাতে চান? অনুরোধ করবো বাবা-মায়েদের মারধোর করে দ্বীন শিক্ষা দিবেন না। সন্তানকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দ্বীনের শিক্ষা দিন।

নইলে আমার মতোই গাফেল হয়ে যাবে,,

রব্ব যদি আমায় হিদায়াত না দিতেন আজও হয়তো মানুষের ভয়ে নামাজ পড়তাম।

কিন্তু রব্ব আমার দিকে দয়ার দৃষ্টি দিয়েছেন,তাই জাহেলিয়াত থেকে ফিরতে পেরেছি।

সবশেষে অসংখ্য জাঝাকিল্লাহ "মুসলিম নারী" পরিবারকে......... ❤️

আমার জন্য দোয়া করবেন আপুরা,,

আল্লাহ যেন হেদায়েতের পথে আমায় অটল রাখেন।

ও সুন্দর,ঈমানী মৃত্যু নসীব করান।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ৬ষ্ঠ গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2417571921839511&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:৮

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আসসালামুআলাইকুম

.

তথাকথিত মুসলিম ব্যাংকে চাকরী করে বাবা,এমন এক পরিবারের মেয়ে আমি!

ছোট বেলা থেকে নামাজ এর বিষয়টা মাথায় ছিলো, তবে রোজা রাখাতে সমস্যা করতেন বাবা। অনেক আদরের মেয়ে হওয়ায় রোজা রাখলেও দরকার পড়লে আসরের সময় ও ইচ্ছা করে জোর করে পানি খাইয়ে দিতেন!

তখন আমার নামাজ ফরজ ছিলো! অতিরিক্ত ভালোবাসেন বাবা, যেটা সব বাবারাই করে।

তবে এটা একটি বাড়াবাড়ি ই ছিলো। শুধু একটাই কথা আমার মেয়ের যাতে কোনো কিছুতেই কষ্ট না হয়!

যাই হোক,পড়াশোনায় সব সময় ভালো হওয়ার সুবাধে মেডিকেল এ পড়ার ইচ্ছা ছিলো আমার এবং পরিবারের ও।

তার জন্য বাবা ভালো স্কুলে পড়ানো থেকে শুরু করে টিউশন কোনো কিছুরই কমতি করেন নি।

সব ঠিক ঠাক ছিলো... হঠাৎ যখন মেডিকেলে পরীক্ষা দিলাম তখন ই ঘটলো সমস্যা। আমি টিকলাম না সরকারী মেডিকেল এ!

অথচ,আর কোনো কিছুর জন্য প্রিপারেশন ও নেইনি আমি!

কোনো ভবেই মানতে পারছিলাম না বিষয়টা, পরিবার ও একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

পরের বার আবার ও ট্রাই করবো ভাবলাম, তখনো টিকলাম না!

তখন সে কি অবস্থা আমার।

ডিপ্রেশনে পুরা ডুবে ছিলাম... এখন মনে হয় যদি তখন আমি টিকে যেতাম মেডিকেলে তাহলে হয়তো আমি আমার রব্ব কে চিনতেই পারতাম না। একটা জিনিস সরিয়ে নিয়ে আমার জন্য আরো কত বড় একটা জিনিস আমার রব্ব আমাকে দিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ!

অনার্সে এডমিট হলাম মহিলা একটা কলেজে!

তখন ফেবুতে খুবই একটিভ থাকতাম,টাইম স্পেন্ট করার জন্য। এই ভাবে হোয়াটস আপ এ ও কিছু গ্রুপে এড হয়ে, পর্দা -মাহরাম এগুলা র বিষয়ে জানলাম।

এর আগের সময়টা খুবই ভয়ানক ছিলো!

আমি নারীবাদী হয়ে গেলাম, মেয়েদের বিয়ে দেবে কেনো? কেনো অন্যের ওপর ডিপেন্ডেন্ট হবে একটা মেয়ে, এই সেই আরো কত কি! বিয়ে কে সম্পূর্ণ রুপে অস্বীকার করতাম(আল্লাহ মাফ করুন) সাথে গান শুনা, আর সিনেমা-সিরিয়াল দেখা তো ছিলোই! (ইয়া আল্লাহ মাফ করো)

অনেক ভাবলাম যে এটা তো ঠিক হচ্ছেনা তখন আল্লাহর সাহায্যে হুট করেই গান শুনা আর মুভি দেখা অফ করে দিলাম।

অনার্স এর ২য় ইয়ার এ প্রথম আমি পুরো পরীক্ষা দিই নিকাব করে, এটা আমার জন্য কত বড় এচিভম্যান্ট ছিলো তা বলার মতো না। অথচ এর আগে কখনো ই আমি নিকাব করে থাকিনি!

আস্তে আস্তে সব কিছু বুঝলাম

একদিন হাতমোজা কিনে আনলাম আর কালো একটা ওড়না, যাতে বোরকার ওপর এটা ও পরতে পারি।

এতেই ঘটলো সমস্যা। মা খুবই নারাজ হলেন,"আমি ও তো পর্দা করি, তোমার এত কিছু লাগবে কেনো?

কেউ বিয়ের কথা তো আগাবেই না, কেউ জানবে ও না এখানে কোনো মেয়ে আছে, এই ভাবে এত কম বয়সে বয়স্ক সাজার কি আছে আরো কত কি!

"

তবে আমি ছিলাম আমার সিদ্বান্তে অটল।

ননমাহরাম রা বাসায় আসলেও দুরত্ব রাখতে চাই, যদিও পারিনা পুরোপুরি

তখন খুবই খারাপ লাগে...

অনেকে অনেক কথা বলে, বিশেষ করে পরিবার আমাকে এভাবে দেখতে চায়না।

বাবা তো খুবই খারাপ ভাবেন ওগুলা!

.

যাই হোক, বাবার টাকা যেহেতু ব্যাংকের টাকা, তাই আমি চাই আমি নিজে যাতে ইনকাম করতে পারি হালাল ভাবে।

যাতে প্রচুর দান করতে পারি!

.

আর আমাদের দেশের যা অবস্তা তাতে তো মেয়েদের পর্দা করে চাকরী করাটা অনেক কষ্টকর!

.

একটা মাদ্রাসায় ইংরেজীর টিচার হিসাবে ঢুকছি, তবে মনে হয় না বেশিদিন ঠিকতে পারবো! পর্দা'র ঠিকটাক ব্যাবস্থা হচ্ছেনা।প্রিন্সিপাল এর সামনে যেতে হয় প্রায়শই! যদিও আমি চোখ নিচের দিকে রাখি, তবে এভাবে চলাটা কষ্টকর।যেটা খুবই অস্বস্তিকর আমার জন্য.

মহিলা টিচাররা ও আছে,উনারা কখনো ফ্রি টাইমে নানাধরনে গসিপ করে থাকেন! যেটা গীবত হয়ে যায়। এবং অনেক সময় গান ও শুনেন, ফ্রি টাইম পাছ করার জন্য,তখন খুবই খারাপ লাগে। কোনো ভাবে উঠে যেতেও পারিনা। তবে তা ও তখন কোনো একটা বাহানা ধরে উঠে যাই ওদের

থেকে। এটা অবশ্য ওরা ও হয়তো বুঝে! যেটা ওদের ও খারাপ লাগার কথা! এতো হুজুরির কি দরকার এই টাইপ আর কি!

অনেকে তো বলছেও, যদি এত পর্দা করতে হয় তাইলে চাকরী করবা কেন?

দোয়া করবেন সবাই যাতে খুব তাড়াতাড়ি একজন উওম জীবন সঙ্গী পেয়ে যাই!

যে আমার জান্নাতে যাওআার সাথী হয়! যার হাত ধরে জান্নাতেও হাঁটতে পারি..

যিনি আমাকে দ্বীনের পথে হাঠতে আরেকটু সহযোগীতা করেন!

.

একটা মেসেজ সবার জন্য,প্লিজ ফিরে আসুন আপুরা,এখনো তো বেঁচে আছি আমরা,এখনো তওবার সুযোগ আছে,যখন মরে যাবো তখন তো আর এই সুযোগ থাকবেনা!

তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন, অন্তত প্রথমে গান-মুভি এগুলা শুনা/দেখা বাদ দেন, দেখবেন বাকিগুলাও ইনশা'ল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে!

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ৭ ম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2418266605103376&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:৯

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তু লে দেওয়া হয়েছে)

নাম প্রকাশে ইচ্ছুক নয় আপু।নিজের টা নিজের আর আমার রবের কাছে লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করি।তারপর আজ তোমার পোস্টটা পড়ার পর বলতে ইচ্ছে হলো যদি কারো উপকারে আসে তাই।আল্লাহ তোমার নেক আশাগুলো পূরন করুক।রিয়ার গুনাহ থেকে আমাদের হেফাজত করুক।।।আমিন...

আমি সাধারন একটা মুসলিম পরিবারের মেয়ে।।।আরবি পড়া বলতে আমাদের দেশে মসজিদ বা মকতোবে যেটা পাই ওটাই পেয়েছি।।।জেনারেল লাইনে পড়ালেখা করেছি।আব্বু আম্মু 2 জনই সাধারন ছিলেন।আম্মু নামাজ ও কোরআন পড়তেন যেমনটা আমাদের দেশের সাধারন মায়েরা করে থাকেন।।আব্বু ছিলেন ব্যাবসায়ী এবং আধুনিক একজন মানুষ।।আমরা 5 বোন 1ভাই।আমি বোনদের মধ্যে তৃতীয়।আব্বু আমাদের সব ভাই বোনদের(বিশেষ করে মেয়েদের) খুব ভালোবাসতেন।

পরিবারে অভাব জিনিসটা তেমন একটা ছিল না।নামাজ ভালো লাগলে পড়তাম না লাগলে নাই,রমজানে রোজা রাখতাম বাট আম্মু বলত সবগুলা রাখতে হবে না শরীর খারাপ হবে তাই(এখন আম্মু একটু চেন্জ হয়ছে)।এককথায় জীবন টা ছিল দ্বীন পালনের ব্যাপারে অতি সাধারন।আমার Doctor হওয়ার ইচ্ছা ছিল।যখন ইন্টারে সবে উঠলাম তখনি আব্বু হঠাৎ করে মারা যায়😢😢😢।তখন দুঃখ পেয়েছিলাম ঠিকই বাট আমার রবকে তখনও চিনতে পারি নাই😢😢😢।

H.S.C exm. কয়েক দিন আগে আমার বিয়ে হয়।আমার husband একজন প্রবাসী।ইন্টার শেষ করার পর আর পড়া হয় নাই।জীবনের নতুন গল্প শুরু।সংসারে মন দিলাম।আমার রব আমাকে খুব ভালো বর ও ঘর দুটোই দান করেছে(আলহামদুল্লিলাহ)।আমার শ্বশুর বাড়ির সবাই ছি ল আরো আধুনিক।আমার শ্বাশুড়ি ছাড়া কেই তেমন নামা জ পড়ত না(আমার চাইতেও আরো খারাপ তাদের অবস্থা দ্বীনের দিক দিয়ে)।আমিও ডুবে গেলাম দুনিয়ার মিথ্যা সুখ নামক চোরাবালির মধ্যো😢😢😢।।।

গান,বাজনা,নাচানাচি কোনটাই বাধ নেই এই সংসারে। বিয়ের দেড় বছরের মাথাই আমার স্বামী 6 মাস থাকার পরও যখন বেবী হচ্ছে না তখন থেকেই শুরু হলো অন্য জীবন(রুমি আপুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে-মূলত এটাই সুখের জীবন,যে জীবন রবকে চিনায়,রবের দিকে ফিরিয়ে আনে তার গুনাহগার বান্দাকে)।।তখনও পুরোপুরি চিনতে পারিনি আমার রবকে😢😢😢।।আমার আম্মু পাশের বাড়ির এক হুজুর থেকে যাস্ট পানি পড়া আনে আর হুজুর নাকি বলছে আমাকে তাহাজ্জুত নামাজ পড়তে।।তখন পানি পড়াটা রেখে মনে মনে বললাম ফজর পড়তেই যেখানে বিরক্ত লাগে সেখানে তাহাজ্জুত পড়ব(বিরক্ত)😢😢।

পরে অনেক ডাক্তার দেখালাম কাজ হলো না।এরপর নামাজ নিয়মিত পড়তে থাকলাম,,,সাথে তাহাজ্জুত।।2 মাস পর স্বামি চলে গেলেন।তাহাজ্জুত পড়ার সময় আমি এক অন্য রকম সত্বাকে অনুভব করতে পেরেছিলাম(যা আগে কখনই পাইনি)।6 মাস পর আমার স্বামি আবার দেশে আসলেন।কিন্তু কোন কাজই হলো না।ডাক্তাররা কোন সম্যাসাই খুজে পেলেন না আমাদের।।এরপর আমি আমার স্বামির মধ্যে কিছু চেন্জ দেখলাম(আলহামদুলিল্লাহ)।সেও আমার মত তার রবের খোজ করছে(আলহামদুলিল্লাহ)দুজোনেই এক সাথে তাহাজ্জুত পড়তাম।।।

5 মাস থাকার পর আবার ও চলে যায়(নিরাশ হয়ে শেষের মাসে আমি ঔষধ খাওয়া,ডাক্তার দেখানো সব বন্ধ করে দেই)।।ও চলে যায়😢😢তখন বিয়ের 3 বছর শেষ হয়ে 4 বছরে পা রাখলাম😢😢।।বাট ও চলে যাবার 20 দিন পর আমি বুঝতে পারি আমি প্রেগনেন্ট😍😍।।সবাই খুব খুশি হয়েছিল।বাট বেশি দিন স্থায়ী হলো না খুশিটুকু,,,2019 এ রমজান মাসে 1.5 মাসের মাথায় বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়।।খুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন😭😭😭।।পরে আবার চোখে পরলো কোরআনুল কারিমের সেই আয়াতখানা(হতাশ হয়ো না উঠো সেজদা কর ও কাঁদো)।।।

রমজান মাসে এড হলাম রুমি আপুর সাথে(আমার দ্বীনি বোন,আল্লাহর জন্য ভালোবাসি ওনাকে)।।ওনার অনেক ভালো ভালো পোস্ট গুলো আমায় অনুপ্রেরনা দেয়েছিল।।।আমা র রবকে চিনতে সহজ করেছে।।রুমি আপুর এক পোস্টে পড়েছিলাম আল্লাহ নাকি কারো ওপরে খুশি হলে শুধু তাকে দান করেন এমন না খুশি হয়ে তার কাছ থেকে নিয়েও যান❤️❤️(আলহামদুলিল্লাহ)।।।ওনার মত আরো অনেক দ্বীনী বোনদের সাথে এড হলাম(আলহামদুলিল্লাহ)।।।

ইন্টারনেটে বড় বড় আলেম ও হুজুরদের থেকে সহি ইসলামের ব্যাপারে জানতে এবং যতুটুকু পারি নফসের সাথে যুদ্ধ করে মানতে শুরু করলাম।এখন আর তেমন কষ্ট হয় না(আলহামদুলিল্লাহ)।।।আগে আমার আপুর সাথে বাহিরে গেলে আমাকে বলত আমি ওর মেয়ে😢😢।ছোট জাকে,বোনকে বলত ওরা বড় আমি ছোট😢😢।।আর এখন 15 বছরের ছোট ভাইকে নিয়ে বাইরে গেলে বলে ওর মা,রাস্তাই সমানে খালাম্মা খালম্মা বলে ডাকে😍😍😍।।।আর আমিও খুশি এই ডাকে(রুমি আপু বলেছিল রবের কথা মানতে গিয়ে চাচি ডাক শুনে প্রশান্তির বাতাস বয়😍😍)আমার সেই অবস্থা।।।

বাট ঘরে এখনও আল্লাহর আইন মানতে পারছি না, দেবর,ভাশুর,বাড়ির গায়েরে মাহরাম সবার সাথেই দেখা দিতে হচ্ছে।।।আল্লাহ আমাকে তার সকল আইনগুলো সঠিকভাবে মানার তাওফিক দান করুক।।।আমিন।।আমার জন্য দ্বীন ইসলামকে সহজ করে দিক।।আমিন।।দোয়ার দরখাস্ত রইল আমার দ্বীনি মুসলিম বোনদের কাছে💌💌💌💌।।।আল্লাহ আমার সকল মুসলিম বোনদের মনের নেক আশাগুলো পূরন করুক❤️❤️।।আমিন।।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনের ফেরার ৮ম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2419176748345695&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১০

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন।

প্রথমে ই বলি এটা দ্বীনে ফেরার না,রাস্তা চেনার গল্প।দ্বীনে ফেরা হয়েছিল কি না তা আমলনামা হাতে পাওয়ার পর বুঝতে পারব,তখন জান্নাতে যেয়ে ফেরার গল্পটা শুনাব ইং শা আল্লাহ।

____

ছোটথেকেই দেখেছি মা-বাবা কে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে।মাঝে মাঝে আমি আর আমার বড় ভাই ও দাঁড়াতাম নামাজে।যখন আমরা নামাজ শেষ করতাম দেখতাম আমাদের পিছনে ফল,খাবার রাখা।আম্মু বলতেন ফেরেশতা কে দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন নামাজ পরার পুরস্কার। পরে বুঝি সেটা আম্মু ই করত,নামাজে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য।তখন আসলে আম্মু জানত না যে বাচ্চাদের সাথেও সত্যকথা বলতে হয়।তিনি তার মত চেস্টা করে গেছে আমাদের দুই ভাই-বোন কে নামাজ পড়াতে,কোরাআন পড়া শেখাতে।প্রতি বার ই আমার ভাই এর জন্য আরবী শিক্ষক

রাখা হত আর শিক্ষক সমুহ একবছর যাবত হরফ ই চেনাত, যদিও ভাই সব অক্ষর উচ্চারণ ও লিখতে পারত।

কালক্ষেপণ করে টাকা নেয়ার এই অভিনব উপায়ে আম্মু তখন বিরক্ত।ওর কোরাআন শিখা তখন বাদ।

একদিন বাসার পিছনে খালের ওপারে এক মহিলা মাদ্রাসায় আমাকে শুধু সকালে সহিসশুদ্ধ কোরাআন শেখার জন্য দিল,এক,দেঢ় বছর শুধু আলিফ বা পড়ায়।যদিও ক্বফ থেকে শুরু করে 'হা' সব উচ্চারণ ই পারতাম তবুও আমায় এক'ই পড়া দেয়,এবার আমিও বিরক্ত।প্রতিদিন যেয়ে বড় গ্রুপের সুরা মশক করত,শুনে বেশ কয়েকটা শিখে ফেল্লাম।তারপর আবার আব্বুর বদলী তে জায়গা বদল।ভাই ssc পাশ করে ঢাকা চলে গেল।আমি একা,কস্ট হত,খারাপ লাগত।বেশ কিছু ছোটখাট বিপর্যয় চলছে,আমি তখন ছন্নছাড়া।ভাই ভার্সিটির টপ স্টুডেন্ট, সাথে ট্রেন্ডি ও।ওর কাছ থেকেই ইংলিশ মুভি দেখা,গান শোনার হাতে খড়ি।Numb,Hazard,Walk Alone,Do u know আরও প্রচুর গান মুখস্ত।

হলিউড এর সেলেব দের ফলো করি,পোশাক-জিন্স,টপ্স।আমার বাবা-মা আসলে জানতেন মুসলিম হলে নামাজ রোযা করতে হয় নিয়মিত।পর্দার বিষয়ে তারা কিছুই জা নত না।আমার মত এত ভাল ছাত্রী,(স্মার্ট!) মেয়েকে নিয়ে আমার আত্নিয়ের বুক গর্বে ভরে উঠত।বলা হয়নি আমি তখন মাঝে মাঝে নামাজ পড়তাম আমার এক বান্ধবীর প্রভাবে।ও ও নামাজ ধরত,ছাড়ত।আসলে আমরা আমলের বই দেখে আমল করতাম ৩০ দিন পড়লে আশা পুরন হয় টাইপ ,আশা ও পুরন হয় না,আমরাও নামাজ বাদ দেই,এর মধ্যে হুজুর রেখে কোরাআন পড়া শেখাল।আমি জিন্স পড়ে,মাথায় কোনরকম Scarfs পরে পরতাম।একদিন একজন এ অবস্থায় দেখে হুজুর কে বল্ল আপনার ছাত্রীর এমন পোশাক কিছু বলেন না!

জবাবে হুজুরের উত্তর ছিল,একবারে সব ঠিক করতে গেলে কিছুই ঠিক হবে না।ইলম অর্জন করার পর ও নিজেই সব ছেড়ে দিবে।

আলহামদুলিল্লাহ, এখন বুঝি হেকমত পূর্ন দাওয়াহ কতটা কার্যকর!

তখন রাতে একা ঘুমাতে ভয় পাই,একদিন হঠাৎ মনে হল,ভয় পেলে আম্মু কে ডাকি চলে আসে,কিন্তু মৃত্যুর সময় তো কাউকে ডাকতে পারব না!কি অদ্ভুত অনুভূতি।

বিভিন্ন কারনে নামাজ পড়ি,ছাড়ি।Ssc তে ৫+ পাওয়ার পর ক্যান্টনমেন্ট এ ভর্তি হই।ফোনে একটা হারাম সম্পর্ক ও হয় কিন্তু দেখা করা সম্ভব ছিল না।অনেক কথা হত,কথা বলতে বলতে রাত শেষ।যদিও দেখা হত না কিন্তু সম্পর্ক টা চলল,বছরের পর বছর!জী,বছরের পর বছর___ আল্লাহুম্মাগফিরলি।

ইন্টারের পর রাজশাহী মেডিকেল এ চান্স হল কিন্তু এতদূর একা পড়তে বাসা থেকে ছাড়ল না,ভর্তি করল কাছের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে Science faculty তে।আমি যে সাবজেক্ট এ পড়তাম তাতে অনার্স শেষ হলেই জব।কিন্তু আমি ভালবাসায়!এতই অন্ধ ওই জব করলে ঢাকা থাকতে হবে, আমার ইচ্ছা ছিল bf কে বিয়ে করে ওর সাথেই গ্রামে থাকা।এত ভাল সাবজেক্ট ছেড়ে ন্যাশনাল এ ভর্তি হলাম!!

এক ডাক্তার এর সাথে বিয়ের কথা হচ্ছিল, কিন্তু আমার তিব্র আন্দোলন এর মুখে বাবা-মা সে বারের মত বিয়ের আশা ছেড়ে দিল,আর ও তখন খুব করে চাকরি খুজছে,সারাদিন রাত এক করে পড়ে,চাকরী হলেই আমায় বিয়ে করে নিয়ে যাবে।তখন কয়েক মাস ও ঢাকায় ছিল কোচিং এর জন্য,জিবনে প্রথম কারো সাথে রিকশায় বসা,আইসক্রিম খাওয়া এটাই আমার জন্য অনেক,স্বপ্নের মত।

এর মধ্যেই একদিন নানু স্ট্রোক করলেন, কয়েকদিন পর মারা গেলেন।জিবনে অনেক মানুষের মৃত্যু দেখেছি,কিন্তু তখন মনে হল এই প্রথম আমি জানলাম মানুষ আসলেই মারা যায় ,প্রথম অনুভব করলাম।নামাজ শুরু করলাম,নতুন ভার্সিটি তে ওড়না হিজাব পড়ে যাই,আর ততদিনে আমার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে,ভাবি ও মোটামুটি ধার্মিক,নিয়মিত নামাজ আদায় করে।ভাই ও নামাজ পড়ে নিয়মত,প্রইভেট ফার্মে জব করও দাড়ি,টাখনুর উপর প্যান্ট।সেদিনের ট্রেন্ডি ছেলে দেখে কে বলবে? (বারাকাল্লাহু লাকা)

নানু মারাযাবার কয়েকমাস পরেই ভাইয়ের মেয়ে বাবু হল,হার্টে ছিদ্র থাকায় খুব কস্টে ২দিন সব চেস্টা ব্যার্থ প্রমান হল।যেই হাত দিয়ে কোলে নিয়ে আগের দিন ছোট ফুটফুটে শরির টার নড়াচড়া দেখছিলাম পরের দিন সেই হাত দিয়ে ফুলের মত মিস্টি নিথর দেহখানি ধরেছিলাম , পরপর দুটি

মৃত্যু নাড়া দিয়ে গেল।মনে হচ্ছিল স্পঞ্জ দিয়ে কেউ জিবনের সব রং শুষে নিয়েছে।বাসায় সবার মন খারাপ।নানু মারা যাবার পর থেকেই।

যখন হাইস্কুলে পড়তাম তখন থেকে ই জানতাম খ্রীস্টান ধর্মের সাথে ইসলামের সাদৃশ্য , বিচের বিবেচনা করার পর মনে হল খ্রিস্টান ধর্ম অপূর্ণ যেটার পূর্নতা দেয় ইসলাম।আর হিন্দু ধর্ম নিয়ে অনেক সিরিয়াল,শো দেখার পর মনে হল হিন্দু ধর্ম কে আমার অযৌক্তিক মনে হল।এবার তখন ভাবা শুরু করেছিলাম হয় ইসলাম সত্য নাহয় কোন সৃষ্টি কর্তা নেই(নাউযুবিল্লাহ)কিন্তু যদি সৃষ্টি কর্তা না থাকে,পরকাল না থাকে তাহলে তো খুবই অন্যায়, দুনিয়ায় হওয়া অনাচারের বিচার হবে না!নাহ,অবশ্যই প্রতিপালক আছেন,তিনি তখন হৃদয়ে এটা বদ্ধমূল করে দিলেন,আলহামদুলিল্লাহ। (এটা স্কুলে পড়াকালীন সময়ের ভাবনা)কিন্তু এই ভাবনা পর্যন্ত ই সিমাবদ্ধ ছিল।

নানুর মারা যাওয়া পর ই নিয়মিত নামাজ শুরু করি আর তখন থেকে নিয় মিত পিসটিভি দেখে ইসলাম সম্পর্কে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিল,তারপর হঠাৎ পিসটিভি বন্ধ হয়ে গেল, ভাইয়ের বাবুর মৃত্যুর কস্ট,অবসাদ সব মিলে একরাশ বিষন্নতা।কি মনে করে একদিন গুগোল এ হাদিসের বই খুজছিলাম,বুখারি ছাড়া কোন বই এর নাম জানতাম না,১০টা পার্ট ই ইফা: এর পিডিএফ ভার্সন নামিয়ে পড়া শুরু করলাম।ইসলাম নিয়ে জানছি আর হারাম রিলেশনে অশান্তি অনুভব করছি।ওর চাকরি হল,ভাবলাম এবার বিয়ে,ও ওর বাড়িতে জানাল,আমি আমার বাসায় বলার আগে একবার ইস্তেখারা করে নিলাম,স্বপ্ন টা বুঝলাম না তবে মনে করেছিলাম পজিটিভ।কিন্তু না ,আমার বাড়িতে জানানোর আগেই বুঝলাম সে চলে যাবে,অন্য কাউকে বিয়ে করবে।!

যার জন্য আমার মত Ambitious একটা মেয়ে ক্যারিয়ার বাদ দিয়ে,সব স্বপ্ন বিসর্জন দিল তার এই ব্যাবহার পুরোপুরি ভেংগে দিল আমাকে ,ভাবলাম সব শেষ।মনে হল কেন এত ভাল সাবজেক্ট, ভার্সিটি ছেরেছিলাম। পরে বুঝেছি, আমার অন্তরের শূন্যতাই আমাকে আমার রবের কাছে এনেছিল,এসব ই আমার রবের নেয়ামত।আমি এখন জানি আল্লাহর সাথে বান্দার একটা সম্পর্ক থাকে,সিজদায় যেয়ে কেঁদে দুয়া করা কতটা শান্তির বুঝতে পারি।

সমস্ত প্রাশংসা সেই সত্ত্বার যিনি আমি হাজার,লক্ষ,কোটি ভুল করার পর ও রাস্তা দেখিয়েছেন, আমি যে ভার্সিটি তে পড়তাম প্রথমে, সেখানে হিজাব নিষিদ্ধ ছিল,যে কারোনেই ভার্সিটি ছাড়া

হোক,ভালোই হয়েছে, নতুন ভার্সিটিতে পর্দা করে যেতে পারি,নামাজ পড়তে পারি সময়মত আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ বান্দাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন,তিনিই উত্তম পরিকল্পকারী।

এত নিয়ামত পাওয়ার যোগ্য আমি ছিলাম না,আল্লাহ দয়া করে দিয়েছেন।এখনো আমি চূড়ান্ত অবাধ্য-গাফেল, পারি না নেয়ামত এর শুকরিয়া আদায় করতে,তবু তিনি নেয়ামত দিচ্ছেন, মহান আমার আল্লাহ।পিছনের দিকে তাকালে বুঝি এই রাস্তা চেনায় আমার বিন্দু মাত্র কৃতিত্ব নেই ,এই জার্নি শুধুই তার দয়া।কেবল পথচলা শুরু "ইয়া মুকাল্লি বাল কুলুবি সাব্বিত ক্বলবি আলা দ্বীনিক"আমার বাবা-মা এখন ইসলাম সম্পরকে আগের চেয়ে বেশি জানেন,মানেন।আমার ভাইয়ের আবার একটা মেয়ে বাবু হয়েছে।

জীবনে পাওয়ার হিসেব না করে, না পাওয়ার হিসেব করতে থাকি আমরা।

কিসে কল্যান শুধু আল্লাহ জানেন।আমার লেখা দিব কিনা চিন্তা করতে করতে একসময় সিদ্ধান্ত নিলাম লিখব,রবের কতটা দয়া তা প্রকাশ করার জন্য।আবার ও বলছি,এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়ার গল্প,এমন গল্প বেচে থাকলে পজিটিভ, নেগেটিভ যেভাবেই হোক তৈরি হতে থাকবে,বিচারদিবসের দিন ফাইনালি বোঝা যাবে আদৌ এই অধম দ্বীনে ফিরেছিল কি না।

"নিশ্চয়ই কাফির ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না"(আয়াত নাম্বার টা মনে নেই)

আল্লাহুম্মাগফিরলি, আল্লাহুম্মাগফিরলি,মহান আল্লাহ আমাকে ও আপনাদের বিচারদিবসে মাফ করুন, দ্বীনে অটল থাকার তৌফিক দান করুন।

আমিন

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনের ফেরার ৯ নাম্বার গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2420002344929802&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১১

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

ইন্টার লাইফ পার করেছি ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে খুব মজায়।মহিলা কলেজ এ পরতাম বিধায় কোনো ছেলে বন্ধু ছিলো না।তাছাড়া ছোট বেলা থেকেই গার্লস স্কুলে পড়ে এসেছি।ঘুরাঘুরি পছন্দ কর তাম খুব।তাই দেখা যেতো ক্লাস বাদ দিয়ে বান্ধবীদের নিয়ে বেশিরভা গ টাইম ঘুরতাম, খেতাম, আর সে ছবি আপলোড দিতাম ফেসবুকে।পারিবারিক শাসনে থাকায় উগ্র ছিলাম না কখনোই।পড়াশোনায় সময় কম দেওয়ায় ইন্টারে রেজাল্ট টা খারাপ আসে।বাবা মায়ের স্বপ্ন ছিল মেডিকেলে পড়াবে।কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন আমি পারিনি পূরণ করতে ইন্টারে জিপিএ কম থাকায়।সেসময়টায় বাবা মায়ের কষ্ট টা খুব ভেতর থেকে ফিল করেছিলাম।

অবশেষে ফুফাতো ভাইয়ার পরামর্শে ২০১৯ এ বাবা আমাকে ভর্তি করান কমার্সের একটা প্রফেশনাল কোর্সে।নতুন করে স্বপ্ন দেখলাম ক্যারিয়ার বিল্ড আপের।আর বাবা মা কে খুশি করার।

২০১৯ জানুয়ারি ৩০। প্রথম ক্লাস থেকেই আমি খুব মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। আর ঐ ক্যাম্পাসে প্রথমবারের মতো কম্বাইন্ড ক্লাস শুরু আমার।অনেক ছেলে বন্ধু হয়েছিল।

১৯ ফেব্রুয়ারি আমার আইডি তে একটা রিকুয়েস্ট আসে।আইডিতে অনেক ইসলামিক পোস্ট ছিলো যেগুলো পড়ে খুব ভালো লাগলো।এক্সেপ্ট করে জানতে পারলাম উনি আমাদের ক্যাম্পাসেরই এক সিনিয়র ভাই। নিজ থেকেই মেসেজ করেন।

রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম।প্রথম দিনই কল দিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন।আর রিকুয়েস্ট করলেন যেনো ফেসবুকের ছবি সব ডিলিট করে দিই।বদনজর সম্পর্কে অনেক কিছু জানালেন।উনার প্রতিটি কথা আমার খুবই ভালো লাগল আর অনেক ইসলামীক কথা দিয়ে এমন ভাবে বুঝিয়ে বললেন আমি অবশেষে ডিসিশন নিয়ে নিলাম ছবি ডিলিট করার।২১ ফেব্রুয়ারি ছবি ডিলিট করে দিলাম।উনি আমাকে পড়াশোনায় ও হেল্প করতেন।উপদেশ দিতেন মিথ্যা কথা না বলার, গীবত না করার।আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিতেন।বিভিন্ন ইসলামীক লেকচারের ভিডিও দিতেন। নামাজের গুরুত্ব, শাস্তি যেদিন জানলাম, নামাজ পড়তে শুরু করলাম ঠিকঠাক। তখনও বড় ভাইয়ের মতো রেসপেক্ট করে প্রতিটা কথা মানতাম ইসলামের বিধি বিধানের প্রতি দূর্বলতার জায়গা থেকে।

এরপর একদিন উনি আমাকে দেখা করার কথা বললেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বোরখা পড়ে দেখা করবো। তুলে রাখা বোরখা আলমারি থেকে নামিয়ে পড়লাম।৪ মার্চ প্রথম দেখা করি।আর আমি সেদিন থেকে বোরখা রেগুলার পরা শুরু করলাম।১৪ মার্চ ৪র্থ বারের দেখায় উনি বলেন "ভালো করে পড়াশোনা করো। আমি আমার পরিবারে তোমার কথা জানাবো।" শুনেই আমি একটু অবাক হলেও খুব খুশি হই। কারণ এমন একজন মানুষ আল্লাহর পথে চলতে সহায়ক হবেন ভেবেই। হারাম সম্পর্কের ব্যাপারে আমার তেমন জ্ঞান তখনও ছিলো না। জড়িয়ে পড়েছিলাম হারাম সম্পর্কে।

কিন্তু খুব বেশি দিন এগুলো না যোগাযোগ।এরপর আর দেখা হয়নি। শুধু ফোনেই কথা হতো। কিছুদিন পরে উনি যোগাযোগ কমিয়ে দেন। আমার সে সময় টা খুব খারাপ লাগতো। আমি বুঝতাম না এই অস্থিরতা কি করলে যাবে আমার।

অবশেষে ২৯ মার্চ একটা খারাপ সিচুয়েশন তৈরী করে বাজে বিহেভ করে। ভেবেছিলাম হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু উনি ৩০ তারিখ একটা লম্বা ভয়েজ রেকর্ড এ আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে

দেন আর কোনো সম্পর্কে তিনি থাকতে চান না। আমি উনার জন্য পারফেক্ট না। আমি যেনো মেনে নিতে পারছিলাম না।

এই কষ্ট টা থেকেই আমি মুলত আমার রবকে খুঁজে পাই। আমি তখন রাতে সিজদায় এতো কাঁদতাম। আমার জীবনের বিগত পাপ গুলোর জন্য, সব ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। আমি youtube এ universal vision এর লেকচার গুলো শুনতাম। তখন কোন চ্যানেল এর একটা হারাম সম্পর্ক রিলেটেড একটা ভিডিও সামনে আসলো। নামটা ঠিক মনে নাই। ভিডিওটা দেখার পর অনুশোচনায় নামাজে তওবা করে কাঁদলাম খুব। আর কখনো এমন হারাম কাজে না জড়ানোর ওয়াদা করলাম।

কোরআন পড়া শুরু করলাম নিয়মিত।অল্প অল্প মুখস্থ করার চেষ্টা করতাম , আর অর্থ পড়তাম।কি অদ্ভুত এক প্রশান্তি আসতো আলহামদুলিল্লাহ।আমি তাহাজ্জুদে নিয়মিত হয়ে গেলাম। জানি না মাঝরাতে এলার্ম বেজে উঠলে auto মনে চলে আসতো আমার শুয়ে থাকলে চলবে না।রবের সন্তুষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম। আমার সিজদায় গেলেই পাপ গুলোর জন্য কান্না পেতো। ননমাহরাম সম্পর্কে জানার পর থেকেই বন্ধুদের সাথে দূরত্ব বাড়ালাম। আস্তে আস্তে চেনা জগতে খুব অচেনা হয়ে গেলাম।

কিন্তু আল্লাহর পথে চলা খুব সহজ হয়নি পরিবার থেকেও বাঁধা আসতে শুরু করলো।হিজাব নাই।আমি পর্দা করতাম বড় ওড়না দিয়ে।পরিপূর্ণ পর্দা সম্পর্কে জানার পর অল্প কিছু টাকা জমিয়ে যেদিন প্রথম হাত মোজা কিনলাম মা তো সেই রাগ।তাও জোর করে পড়া শুরু করলাম।সামর্থ্যের মধ্যে যা ছিলো তা দিয়েই পর্দা করি।মা তো সন্দেহ করা শুরু করলেন। বকা দিতো খুব।অতিরিক্ত কিছুই ভালো না,জঙ্গির দলে নাম লিখাইছো নাকি। এসব বলতো। কষ্ট পেতাম না। রবের কাছে ধৈর্য্য ধারণের তাওফিক্ব চেয়ে দুয়া করতাম।

বাসায় কেউ আসলে সামনে যেতে চাইতাম না।মা বলতো নতুন কাহিনী শুরু করছো? দেখছিনা আগে কেমন চলছো।এমন আরও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। মা মাঝে মাঝেই আমার ফোন নিয়ে নিতো। যেই মা ছাড়া সন্তানের আপন কেউ হয়না দুনিয়ায় সেই দিনগুলোতে মা কে বড়ো অচেনা লাগতো।মনটা ভেঙ্গে যেতো, কিন্তু রবকে রাতের অন্ধকারে সিজদায় কেঁদে বলতাম কারো

কটু কথায় কষ্ট পাইনা, ধৈর্য্য দাও,ক্ষমা চাইতাম,পরিবারের সবার হিদায়াতের জন্য দুআ করতাম।।অনেক আপুকে দেখতাম অনলাইনে জিলবাব এর পিক দিতো।শখ হতো কেনার।কিন্ত সামর্থ্য আর হতো না।আর বাসায় তো বলাই যাবেনা। তারপর অল্প কিছু টাকা দিয়ে রবকে ভালোবেসে কোরআন কে বুঝবো বলে অনলাইনে একটা একাডেমীতে ভর্তি হলাম।

একঝাঁক দ্বীনি বোনের সংস্পর্শ পেলাম।।আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।রব উনাদের উছিলায় নতুন নতুন শেখার তাওফিক্ব দিয়েছেন।আলহামদুলিল্লাহ এরপর রব আমাকে ফিরিয়ে দিলেন যা নিয়ে নিয়েছিলেন তার চাইতে উত্তম। আমি সেই ইন্সটিটিউট ছেড়ে ৬ মাস পর একটা ভালো সাবজেক্ট নিয়ে অন্য এক ভার্সিটিতে অনার্সে ভর্তি হলাম। শুরু থেকেই ননমাহরাম avoid শুরু করলাম। আল্লাহই সহজ করে দিলেন। মেডিকেল related subject নিয়ে পড়ছি।আল্লাহ চান তো ইচ্ছে আছে মেডিকেল ল্যাব এ জব করে মানুষের সেবা করার।এ খন প্রায় ১ বছর...

আল্লাহ আমার পরিবারের সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ নামাজী করেছেন।মায়ের মন কিছুটা নরম হলো।এখন আগের মতো বকে কম।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ১০তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2420763328187037&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১২

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আমার পরিবার পরিবেশ কিছুই ইসলামিক না! ছোট থেকেই নাচ গান ছবি আকা লেখাপড়া এই সব ছিল আমার লক্ষ্য! বাসায় সবাই তাই ই চাইতো! হ্যাঁ তবে নামাজ পড়া কোরআন পড়ার শিক্ষাও দিয়েছিলেন কিন্তু পরিবেশ আর পরিবার সব কিছু মিলিয়ে হয়ে ওঠেনি! এমনকি আমার এই ১৮ বছর বয়সে ও আমি একবার ও কোরআন খতম দিতে পারিনি! আম্মু নামাজ পড়তে বললেও আমার রাগ হতো তখন! কখনো পড়তাম কখনো পড়তাম না!

এক পর্যায়ে এসে নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়ে সব ধরনের পাপ কাজে যুক্ত হলাম! তেমন ভাবে কেউ কখনো আল্লাহ ইসলাম এই সব কিছু নিয়ে বলেনি! বলা যায় অনেক বছর আমি ইসলামের থেকে দুরে ছিলাম! শুধু বিশ্বাস করতাম যে আল্লাহ আছেন কিন্তু কোনো ইবাদত করতাম. না!

২০১৮ সালে ssc এক্সাম দেই! তো ইচ্ছে ছিল খুলনার কলেজে পড়ব আর ইঞ্জিনিয়ার হবো! ssc দিয়ে খুলনাতে আসি! সেই খান থেকেই আমার একার পথ শুরু হয়! খুলনাতে আমি এক থাকি! খুলনাতে এসেই বোরকা পড়া শুরু করলেও পর্দা করাটা তেমন জরুরি ছিল না.আমার কাছে! বলা যায় বোরকা পড়েও বেপর্দায় থাকা!

কলেজে আমার একটা ফ্রেড এর সাথে পরিচয় বেশ ধার্মিক মেয়েটা! ও আমাকে নামাজ পড়তে বলত. কিন্তু তাও গায় লাগাতাম না! গান ছিল আমার প্রান! গান মুভি এই সব ছাড়া আমার দিন যেত না! ফেসবুকে ছেলেদের সাথে কথা বলাও ছিল আমার প্রতিদিন এর রুটিন! তো আমার সেই ফ্রেড ২০১৯ সালেই এপ্রিল মাসে (ঠিক মনে নেই) মেবি আমাকে একটা ইসলামিক গ্রুপে

এড করে! আমি কখনো এই ধরনের গ্রুপে যাই না কিন্তু কি বুঝে যেন গ্রুপে ঢুকলাম! আসলে.সবই আল্লাহর ইচ্ছে! আল্লাহ যে আমাকে এভাবে হেদায়েত দিবেন ভাবতে পারি নি! তো গ্রুপে অনেক ইসলামিক কথা দেখি কেমন যেন একটা নেশা হয়ে যায়!!

আসলে ইসলাম যে এতো সুন্দর আমি তখন অনুভব করি! ২০১৯ সালেই আমি প্রথম রমজান মাসে একা একা সব গুলো রোজা রাখি! তারপর ইউটিউব এ ওয়াজ শোনা শুরু হয়! আস্তে আস্তে আমার মন ইসলামের দিকে ঝুকে যায়!! গান শোনা বন্ধ করে দি ছেলেদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেই ফেসবুকে পিক দেওয়া ও বন্ধ করে দেই এমনকি হাতের পিক ও দেই না! নামাজ রোজা পাশাপাশি অনেক নফল ইবাদত শুরু করে দেই!! পরিপূর্ণ পর্দা করা শুরু করি! আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি এতো খুশি আছি!! বলা যায় আমি এখন পরিপূর্ণ ইসলামের মধ্যে নিমজ্জিত আছি!! আমার পরিবর্তন শুধু আমার পরিবার বা ফ্রেন্ড রা না পুরো দুনিয়া আবাক!!

এখন আমার প্রতিদিন অনেক প্রশ্নের জবার দেওয়া লাগে আমার এমন পরিবর্তন কেন? এমন হুজুর সাজ কেন? এমন ভুতের মতো থাকি কেন? সবাই প্রশ্নের একটা জবাব আল্লাহ হেদায়েত দিছেন! এখন নিজে উদ্দোগ নিয়ে কোরআন পড়ি!! আমার এই পরিবর্তন টা কেউ আমাকে সাপোর্ট করেনি!! সবাই আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, হাসি তামাশা করে!! কিন্তু আমি জানি আমার আল্লাহ আছেন আমার সাথে! আমি আমার ভাই কেও ইসলামের ব্যাপারে শিক্ষা দেই মাঝে মাঝে! আল্লাহ যে আমাকে এমন ভাবে পরিবর্তন করে দিবেন আমি কল্পনা নাও করি নাই!!

এখন তো জীবনে কোনো বিপদ আসলে আগে মনে পড়ে আল্লাহ আছেন তো তাকে বলব!! শয়তান অনেক বার অনেক ভাবে আমাকে ইসলাম থেকে সরাতে চাইছে কিন্তু আল্লাহ আমার সাথে আছেন বলে পারে নি!

যারা নতুন দ্বীনের পথে আসছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলব :ইসলামে আসার পর এমন ও হবে আপনার আপন মানুষ চলে যাবে! সমাজের নানা মানুষ নানান কথা বলবে অপমান করবে তামাশা করবে কিন্তু কখনো এই সব এ কান দিবেন না নিজেকে আল্লাহর ইবাদত এ গড়ে তুলুন দুনিয়া ও আখিরাত দুইটাই সুন্দর হবে!!

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ১১তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421420354788001&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১৩

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালার কাছে লক্ষ কোটি শুকরিয়া যে তিনি আমায় তার সিরাতুল মুস্তাকিমের পথের অনুসারি করেছেন।

জাহিলিয়াতের মধ্যে ডুবে ছিলাম এক সময়।

খুব ছোট্ট বেলায় মাকে হারাই। তারপর থেকে দাদা দাদীর কাছে থেকে মানুষ হওয়া। ক্লাস ফ্রোরে থাকা কালীন দাদা মারা যায়।

তারপর বোনের বিয়ের পর, আপু আমাকে তারকাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকেই লিখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছি। দুনিয়াবি লিখাপড়া নিয়েই ছিলাম সচেতন। এটার জন্যই জীবনে যত বকাবকি শুনেছি। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান ছিলো খুবই নগন্য। ছোট বেলায় মক্তব, আর বড় হওয়ার পড় ক্লাশের ইসলাম শিক্ষা বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো ইসলামিক জ্ঞান।

আপুদের ছিলো জয়েন ফ্যামিলি। হালাল-হারাম,পর্দা, মাহরাম,গায়রে-মাহরাম এসব কোন কিছুর জ্ঞানই ছিলোনা। মুসলিম পরিবারে জন্ম হয়েও আমরা ছিলাম অনেকাংশে গাফেল। ইসলামের কোন ধরনের মৌলিক শিক্ষাই পালন করতাম না। মন চাইলে নামাজ পড়তাম, আর রমজান মাস আসলে ইচ্ছা হলে রোজা রাখতাম।

চারপাশের পরিবেশ ছিলো খুবই খারাপ। কথায় আছেনা সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আমার বেলায়ও ঠিক তেমন হলো।

বন্ধু বান্ধবী,আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি কারো কাছ থেকেই দ্বীনের জ্ঞান পাইনি।

হারাম সম্পর্কের মধ্যে ডুবে ছিলাম এক সময়। এর জন্য পরিবারের কাছেও অনেক লাঞ্ছিত হয়েছি। (আল্লাহুমাগফিরলি)

ইন্টারে পড়াকালীন ফোন কিনে ফেসবুক একাউন্ট খুলি ,সেই থেকে শুরু হলো ভার্চুয়ালের মাধ্যমেও বিভিন্ন হারাম কাজে জড়িয়ে পড়া।

ফেসবুকে নিত্য নতুন ছবি দেওয়া নিজের কিংবা বিভিন্ন বেপর্দা নারীদের। টিবি সিরিরাল , নাচ গান, মুভিদেখা, আড্ডা দেওয়া, আর বিভিন্ন ধরনের দিবস উপলক্ষে পার্টি প্রোগ্রাম করা এসব ছিলো আমার নিত্য দিনের সঙ্গি।

একসময় কেউ একজন আমাকে "মুসলিম নারী" গ্রুপের মধ্যে এড করে দেয়। একদিন সেখানে হারাম রিলেশনের ব্যাপারে একটা পোষ্ট দেখতে পাই। তারপর সেদিনই এসব হারাম সম্পর্কের ইতি টানলাম। আলহামদুলিল্লাহ

পরিচিত একভাই একটা দ্বীনী বোনকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর থেকে ওই বোন প্রতিনিয়ত আমাকে ম্যাসেজ দিয়ে দ্বীন সম্পর্কে বুঝাতে থাকে। ফেসবুক থেকে সব ছবি সরিয়ে ফেলতে বলে।

পর্দা সম্পর্কে নাসিহা দেয়। প্রথম প্রথম ওনাকে আমার খুব বিরক্ত লাগত।

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমি আস্তে আস্তে ওই আপুর কথামত নিজের ভুল বুঝতে পারি।

ফেসবুক থেকে নিজের এবং সকল বেপর্দা নারীদের ছবি ডিলিট করে দেই। মিউজিক শোনা হারাম জেনে ফোন থেকে সব গান, নাটক ইত্যাদি ডিলিট করে দেই।

সব অপরিচিত ছেলেদের আনফ্রেন্ড করে দেই।

বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক পেইজ গ্রুপ ইত্যাদিতে জইন করি। ইসলামিক লেকচার শুনি আর ইসলামিক বই পড়া শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ

ওই আপুটা প্রতিনিয়ত আমার খোঁজ নিত। নামাজ কু রআন পড়ার জন্য বলতে থাকতো। প্রথম প্রথম না শুনলেও পরবর্তীতে লজ্জায় পড়ে হলেও ঠিকমত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতাম। কুরআন পড়তাম।

আপুর কথা মত একসময় আমি সহিহভাবে পর্দা করা শুরু করি। একটা জব ছিলো আমার, পর্দার গুরুত্ব বুঝতে পেরে, জবটা আমি ছেড়ে দেই।

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে ওই প্রিয় বোন টার মাধ্যমে হিদায়াত দান করেছেন।

আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে ভালো রাখুক।

হিদায়াত এমন একটা জিনিস যেটা পাওয়ার থেকেও রক্ষা করা বহুগুনে কঠিন।

যেহেতু আমার পরিবার, চারদিকের পরিবেশ আমার জন্য অনুকূল নাহ। তাই আমাকে প্রতিনিয়ত শয়তানের ধোকায় পড়ে নফসের সাথে যুদ্ধ করতে হয়।

এই জীবনে আমার দুনিয়াবি তেমন কোন চাওয়াই নেই। এখন শুধু একটাই চাওয়া। আমি যেন একজন উত্তম দ্বীন্দদার জীবন সঙ্গী পাই। ভালো একটা দ্বীনি পরিবার পাই। যাদের মাধ্যমে আমি আমার দ্বীনকে যথাযথভাবে পালন করতে পারবো।

দোয়া করবেন আমার জন্য আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যুর আগ পযর্ন্ত দ্বীনের উপর অটুট থাকার তাওফিক দান করে।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ১২তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2422110064719030&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১৪

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আসসালামু আলাইকুম বুঝতে পারছি না কোথায় থেকে শুরু করবো, লেখার হাত পাকা না যেহেতু বোনেরা ভুল হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন! 💋

আমার ফ্যামিলিটা কনসারভেটিব ছিলো বটে তবে দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে ওতোটা নয়। সিয়াম পালনে গুরুত্ব থাকলেও স্বলাত আদায়ে কেউ নিয়মিত ছিলেন না।

মা বাবার চোখের মনি আমরা দুই বোন। আমাদের নিয়ে তাদের অনেক স্বপ্ন। তবে তার সবই যে দুনিয়াবি! লেখাপড়া তে সবসময় প্রেসার দিতেন মা বাবা যতোটা প্রয়োজন, কিন্তু দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে তার একটুও না। পড়াশোনা বাদে অবসর সময়ে গান, নাটক সিনেমা আরো কত কি। কিছুই বাদ যেতো না আমার লিস্ট থেকে। এসবেই ডুবে থাকাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাড়িয়েছিল একটা সময়! পর্দা ওভাবে না করলেও অশালীন ভাবে চলিনি কিন্তু তাতো নাজাতের জন্য যথেষ্ট ছিলো না! এভাবেই দুনিয়ার রঙিন জীবন কেটে যাচ্ছিলো। যখন যা চাচ্ছি তাই পাচ্ছি। মা বাবার আদরের মেয়ে!

এভাবেই এইচ এস সি পাড় করি আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু তার আগে থেকেও প্রচুর বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। তবে আমার মা বাবা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন নাহ! তারা চাচ্ছিলেন আমি পড়াশোনা করে ভালো একটা পর্যায়ে যাবো। কিন্তু পরীক্ষার পর এতো বেশি প্রপোজাল আসা স্টার্ট করে তখন আত্মীয়দের বুদ্ধিতে বাবা রাজী হয়ে যান!

ছেলে প্রবাসী, মোটামুটি সম্পদশালী আলহামদুলিল্লাহ, আর ছেলে দেশে থাকা অবস্থায় আমাকে দেখে পছন্দ করে। এবং খুব করে সে এবং তার ফ্যামিলি মা বাবাকে বুঝায় বিয়ের পরও আমাকে পড়াশোনা করাবে। তাই শুভকাজে বেশি দেরী করেন নি উনারা। পরীক্ষার পর দুইমাসের মাথায় বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পর সম্পূর্ণ নতুন জীবন কিন্তু সে জীবনের তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছিলাম না 🙂।

তারা যেভাবে বলে কয়ে নেয় তার বিপরীত ব্যবহার করে আমার সাথে!

সব ব্যবহার এখানে প্রকাশ করবোনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে গীবতকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করুন।

আমাকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে একটা ভার্সিটিতে ভর্তি করে দেয়া হয় ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে।অথচ এর থেকে অনেক ভালো একটা লাইনে পড়তে পারতাম হয়তো।

তারা আমার লেখাপড়া ইন্ডিরেক্টলি বন্ধ করে দেন। কোন প্রকার প্রাইভেটও পড়তে দেয়না বা বইও কিনে দেয়া হয় না। আরও বিভিন্ন কষ্টে কাটতে থাকে আমার জীবন।সবার কাছ থেকেই কমবেশি কষ্ট পেতে থাকি, যেটা আমি এখানে বুঝাতে পারবোনা বলে । সেই হতাশা ভুলতে আরও গাফেল হয়ে যাই! রাতের প্রায় অর্ধেক অংশ কাটাই নাটক, মুভি, গান এসব নিয়ে। আর দিনে কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেও ছাড় নেই।

সব হতাশা মিলিয়ে একটা সময় নিজেকে অসুস্থ মনে হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে। মা বাবার সাথেও শেয়ার করিনা 💔।কারো সাথে শেয়ার না করতে পেরে। বুক ভারী হয়ে আসতো। শুধু কাঁদতাম আর শান্তি খুঁজে বেড়াতাম ফোনের স্ক্রিনে ক্রল করে!!!আহারে জীবন 🙂

একদিন ইংলিশ সং শুনতে শুনতে হঠাৎ একটা ইসলামিক ভিডিও সামনে আসে। সেটাতে একটু ঢু মারি। কিছু মনে করে না যাস্ট এমনি। শুনতে থাকি নবীজি(সঃ) -এর মেরাজের কাহিনী।

খুব ভালো লাগছিলো শুনতে কারণ ওভাবে জানতামও না! শোনার পর খুব ভালো লাগে এরপর ঐ চ্যানেল টাতে ঢুকি। দেখি জীবন-মৃত্যু -জীবন টাইটেলের একটা সিরিজ। এবার ১ম পর্ব টা শুনতেই বুকটা কেমন কেপে ওঠে। রুদ্ধশ্বাস হয়ে যাচ্ছিলাম! দরজা টা বন্ধ করে ফ্লোরে শুয়ে হেডফোন কানে দিয়ে ১০ টা পর্বই শেষ করি।

তখন আমি আর আমার মাঝে নেই।

কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যাই, অঝোরে কাঁদতে থাকি। রব্বের দিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে থাকি।

'হে আল্লাহ আমি যে অনেক গুনাহে জর্জরিত। কি করবো! তুমি কি ক্ষমা করবা আমাকে! এই নগন্য বান্দিকে!!!!'

আস্তে আস্তে একটু স্বাভাবিক হই। মনেপ্রানে চেষ্টা করি সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার। এক দিনের ব্যবধানে আমুল পরিবর্তন আসে আমার জীবনে! যে কিনা সারাক্ষণ রবের অবাধ্যতায় কাটাতাম, সেই আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বদলে ফেলতে চেষ্টা করি,,, নামাজ, পর্দা,আমল শুরু করে যে কোন ছোট বড় গুনাহের কাজ বর্জন করার চেষ্টা করি।। হঠাৎ এই পরিবর্তন তারাও মেনে নিতে পারেনা, অনেক বাধা বিপত্তি আসে পর্দার ক্ষেত্রে! সবাই এও বলে জ্বীন টিন ধরেনাই তো আবার!! 💔

তবুও রব্বে কারীমের সন্তুষ্টির জন্য সব সহ্য করে যেতে থাকি আর তাদের হিদায়তের দু'আ করতে থাকি।

আর মহান রব যা আমায় দেন এর বিনিময়ে

*'আমার পরিবারের সবাই এখন নামাজী আলহামদুলিল্লাহ 💞

*আমার দুইবছর গ্যাপ যাওয়া লেখাপড়া আবার শুরু এবার থার্ডিয়ার আলহামদুলিল্লাহ 💞

*আমার পর্দা এখন অনেকটাই সহজ আলহামদুলিল্লাহ 💞

*আমি এখন শ্বশুড় শ্বাশুড়ির বৌমার থেকে মেয়েই বেশী আলহামদুলিল্লাহ 💞

এবং সবশেষে এবার যেটা পেলাম দাওরায়ে হাদিস (আলেমা)অনলাইন কোর্সে ভর্তি হতে পেরেছি। ক্বওমীর আন্ডারে পরীক্ষা দিতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ 💞।

এখন মনে হয় সারাদিন রবের সিজদায় পড়ে থাকলেও কম হবে।

আমার রব আমাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। ধৈর্য্য ধরে রবের উপর ভরসা করে আজ আমি অনেক কিছু পেয়েছি। এখন চাই শুধু বাকি জীবন টা রবের ইবাদতে যেনো কাটা তে পারি 💞

দু'আয় শামিল রাখবেন এই বোনকে 💗

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ১৩ তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2422878704642166&id=10000760179 9490)

(দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১৫

প্রিয় নওমুসলিম বোনটার তাঁর রবকে খুজে পাওয়ার অসাধারণ ঘটনা।পড়তে গিয়ে আমি কেঁদেছি।❤️

হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সে কতইনা চেষ্টা করেছে তাঁর পালনকর্তা তাঁর সৃষ্টিকর্তা কে খুঁজে পেতে,আর আমরা জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার মত পরম সৌভাগ্য অর্জন করেও রব্বে করীমের মনোনিত বিধান থেকে কত দূরে অবস্থান করি!(আল্লাহুম্মাগফিরলী)

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের সবাইকে হেদায়েতের পথে অটল রাখুন।

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আসসালামুআলাইকুম,

আমি আল্লাহর এক পাপী তাপি অধম বান্দা। এক হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম।মা বাবা আর দুই ভাইয়ের একমাত্র ছোট বোন।

আলহামদুলিল্লাহ বেশ কয়েক বছর হলো আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছি।হিন্দু পরিবারে জন্ম হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার কখনো বিশেষ দুর্বলতা ছিল না।তাই সেই ছোট বেলায় বান্ধবীদের টিফিন থেকে গরুর গোস্ত খেতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করতাম না। যখন আমার বয়স তের কি চৌদ্দ বছর বয়স তখন এক প্রতিবেশী মামী আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিল।ধর্ম আসলে কি সে বয়সে এ ব্যাপারে গভীর উপলব্ধি না থাকলেও আমি তার কথা দ্বারা সাময়িক প্রভাবিত হই। তাই খাবার আগে নিয়মিত বিসমিল্লাহ, আজানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়ার মতো কিছু আমলে আমি অভস্ত্য হয়ে পরি।

কিন্তু কিছুদিন পর আমার মা তা আঁচ করতে পেরে আমার মাথা তাদের মত করে ঝালাই করে আর সেই সময় মামিও তাদের বাসা চেঞ্জ করে চলে যায়। পারিবারিক শাসন আর সময়ে সাথে তাই আমি আবার হিন্দু রীতিনুযায়ী চলতে থাকি।

এরপর প্রায় আট বছর পর... আমি তখন বিবিএস এর পাশাপাশি ডি.এস.এম.এস তৃতীয় বছরের ছাত্রী।পার্সোনালি ইন্টার্নি করার জন্যে বাসার পাশে এক চেম্বারে এক ডাঃ আপুর সাথে বসি। তিনি একটু অন্য রকম কথাবার্তা আমাকে বলতেন।

মারফতি লাইনের,আধ্যাত্মিক জগতের।তার কথা মতে মানুষ আল্লাহর জিকির করতে করতে এমন এক পর্যায়ে চলে যেতে পারে যে তখন সে জিকির না করলেও তার রুহ,কল্ব সব সময় জিকির করে আর তা সে চাইলেই অনুভব করতে পারে। এমন কি মাটি ,গাছের জিকির ও সে বুঝতে পারবে।আমি তার কথায় খুব ইন্টারেস্ট ফিল করি।তাই আমি তার কথানুযায়ী টানা ৪০ দিন ২০০০ বার করে আল্লাহর জিকির করি। মোরাকাবায় বসে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর ধ্যানে বসি। আলহামদুলিল্লাহ ৪০ দিন না যেতেই আমি আমার কল্বের জিকির অনুভব করতে পারি।

এর মর্ধ্যবর্তী সময়ে আমার এক আপুর সাথে পরিচয় হয়(বান্ধবীর বড় বোন)। তার নাম নুরনাহার। আপুটিও মা শা আল্লাহ খুব দ্বীনদার ছিলেন। তিনি আমাকে ইনডিরেক্টলি ইসলামের

দাওয়াত দিত। খুব চালাকির সাথে হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে কটু কথা না বলে ইসলামিক বই আমাকে পরতে দিতেন।বই গুলি পড়তে পড়তে আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগ্রত হতে লাগলো। সেই সময়ে আমি জাকির নায়েকের অনেক লেকচার শুনতাম। তখন আমার মনে হিন্দু ধর্ম নিয়ে অনেক সন্দিহান মূলক প্রশ্ন জাগতো। তাই হিন্দু ধর্মের অনেক বই ঘাটাঘাটি করে পরতে থাকি। গীতা,বেদের কয়েক খন্ড সহ আরও কিছু বই। যা পরতে পরতে সে ধর্মের প্রতি আমার ঘৃণা আরও পাকাপোক্ত হতে লাগলো। আমি সেই সময় আমার মনের জাগ্রত প্রশ্ন ও তার খুজে পাওয়া উওর আমার নিজস্ব একটি খাতায় লেখা শুরু করলাম।

এভাবে করে একসময় আমি স্থির করলাম,আমি আল্লাহর গোলাম। আমাকে তার নির্দেশিত দ্বীনের পথেই চলতে হবে।এ পথে চলা আমার জন্য যে খুব সোজা হবে না তা আমি বুঝেছিলাম,তবু আমাকে চলতে হবে।গোপনে নিভৃতে আমি আমার আমল চালিয়ে গেলাম। আমি আমার ঘর থেকে সব ছবি সরিয়ে ফেলাম।আল্লাহর এবাদত করবো বলে,নামাজ সহি ভাবে আদায় করবো বলে।আমার এ ধর্মান্তরিত হবার কথা শুনে এক তাবলিগের আপু আমাকে ফ্রী তে আরবি শিক্ষার সুযোগ করে দিলেন। আমার বাসা থেকে তার বাসার দুরত্ব ২-৩ মিনিট।প্রতিদিন আমি প্রচন্ড ভয় নিয়ে বাসা থেকে বের হতাম আরবি শিক্ষার জন্য। কারন তখন অলরেডি বাসায় কিছুটা আচ করতে পেরে গিয়েছিল।

আমার মা, মামা, ভাই, বাবা তাদের সবার চোখ কে ফাকি দিয়ে আমি যেন এই দুই তিন মিনিটের দুর্গম পথ পারি দিতাম। বার বার পিছ ফিরে দেখতাম কেউ দেখছে কিনা।আমাকে আমার আরবি মেম সাহস যোগাতেন। বলতেন কুরআন শিক্ষার জন্য যত কদম পা ফেলে আসছো ততোই তোমার নেকি লেখা হচ্ছে। চিন্তা করো না আখিরাতে এর ফল পাবে।

সে সময় একটি হিন্দু পরিবারে অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় আমার জন্য খুব সহজ ছিল না😥। মা আমার সাথে ঘুমাতো তাই খুব সাবধানে ফজরের নামাজ আমাকে পড়তে হতো। কখনো বসে, কখনো ইশারায়। যোহরে আমি আমার স্টুডেন্টের বাসায় নামাজ পড়ে নিতাম। আর আসরে আরবি পড়ে চেম্বারে গিয়ে (ততো দিনে আমার নিজস্ব চেম্বার হয়ে গিয়েছিল) নামাজ পড়ে নিতাম। মাগরিবের টাও চেম্বারে পড়ে নিতাম। এশার টা পড়তে আমার খুব ঝামেলা হতো। তাই বিছানায় মার পাশে শুয়ে ইশারায় পরে নিতাম। জানি না আল্লাহ কবুল করেছেন কিনা , তবু নিয়ত তো আল্লাহ অবশ্যই দেখেছেন।

এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রচন্ড চাপের মাঝে আমার দিন কাটছিল।অপর দিকে মা.... মায়ের মন সব বুঝে!।আমি চুল ছেড়ে খুব স্টাইল করে চলতে পছন্দ করতাম। কপালে বড় টিপ ,চোখে কাজল না দিলে চলতোই না।শিল্পএকাডেমির ছাত্রী দের মতো কিছুটা চলতে চাইতাম। কিন্তু হঠাৎ আমি ভ্রু প্লাক করা,টিপ দেয়া ছেড়ে দিয়ে চুল বেঁধে মাথায় কাপড় দিয়ে চলা শুরু করায় মায়ের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।এরপর আমার উপর অনেক জাদু টোনা করা শুরু হলো। কিন্তু এসবে আমার তেমন রিয়াকশন ছিল না। কারন আল্লাহতালার ও তার কালামের উপর আমার অগাদ বিশ্বাস ছিল। আমি সকাল সন্ধ্যা তিন কুল ,আয়তুল কুরসি পরে নিজের রুকইয়া নিজেই করতাম।আলহামদুলিল্লাহ।

তখন আমার মাঝে অনেক পরিবর্তনের মাঝে আর একটি পরিবর্তন ছিল নিজের দীর্ঘদিনের প্রেমিকের সাথে ফোনে কথা বলতে দ্বিধা পোষন করা। হ্যা,সে সময় আমার এক বয়ফ্রেন্ড ছিল(আলহুম্মাগফিরলি)। আমি তাকে জানিয়ে দেই কথা বলতে হলে সম্পর্কে বৈধ করতে হবে।সে সব শুনে তার চাকরি ছেড়ে চলে আসে। কারন আমাকে বিয়ে করতে হলে আমাকে অফিসিয়ালি মুসলিম হতে হবে,তারপর বিয়ে। এই লং প্রসেসিং এ সে আমার পাশে থেকে বিবাহ সম্পন্ন করে। আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু বিয়ের পর ও দেড় বছর আমি আমার পরিবারের সাথে ছিলাম। আমি ভাবতেই পারছিলাম না কিভাবে আমি আমার মুসলিম হওয়ার কথা আমার পরিবার কে জানাবো। আল্লাহর দরবারে কত না রাত আমি কেঁদেছি, কতই না তাকে বলেছি আমার এই কংকরময় পথ টাকে সহজ করার জন্যে 😥।

যখন জানতে পারলাম আমার ভাই লন্ডন থেকে আসছে,আমার বিয়ে ফাইনাল করতে। তখন যেন গা টা দেয়ালে ঠেকে গেল। অনেক প্লেন মাফিক, অনেক অনেক সহজ জুগিয়ে, আল্লাহতালার উপর ভরসা করে একদিন আমি আমার বাবা আর মামা কে আমার চেম্বারে ডেকে আমার স্বামী সহ আমার মুসলিম হওয়া এবিড ডেবিট আর আমাদের বিয়ের সকল কাগজ পত্র দেখিয়ে সব খুলে বললাম।সেখান থেকে আমি সরাসরি আমার শশুড়বাড়ি চলে আসলাম। চিরদিনের জন্য আমার মা বাবা কে ছেড়ে, আমার ভাইদের ছেড়ে😥😢😭।

এভাবে আমার দ্বীনের পথে আসা।তবে জানি না কতটুকু আমি আজ দ্বীনের পথে আছি না দুনিয়াবি মোহে ডুবে যাচ্ছি। সকলে আমার জন্য দুয়া করবেন যেন আমার মৃত্যু ইমানের সহিত হয়।আমার পরিবারের সকলকে যেন হেদায়েত দান করেন দয়াময় রব।আমি তাদের সবাইকে নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

দ্বীনে ফেরার ১৪তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2428233307440039&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_আসার_গল্প

গল্প নাম্বার:১৬

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ...

কোনকিছু এতো ভালোবেসে লেখা যায় তা আমার আগে জানা ছিলো না...আজ হেদায়াতের কথা লিখতে গিয়ে অজানা এক ভালোলাগা কাজ করছে..হয়তো এখনও ঠিক সেভাবে ফেরা হয়নি আমার রবের কাছে,যেভাবে ফেরার কথা ছিলো,,কিন্তু তবুও আলহামদুলিল্লাহ হেদায়াতের স্বাদ আমি পেয়েছি,,আমি প্রতিনিয়ত অনুভব করছি.."হেদায়াত" শব্দটির কথা মনে হলে বা নিজের ভেতর এই পরিবর্তন দেখে মনের গভীর থেকে "আলহামদুলিল্লাহ" শব্দটি ভেসে আসে..❤️

.

জন্মের পর থেকেই অভাবের তাড়না আর বাবা মায়ের ঝগড়াঝাটি নিত্যদিনের সঙ্গী ছিলো...অবস্থানে সবার ছোট ছিলাম বলে বড়দের কষ্টটা কিছুটা বুঝতাম ,,আপুদের ত্যাগ,,আমার এতো মেধাবী ভাইয়াদের ঝরে পড়া,,ঘরে টাকার অভাব,,ভাইয়ের বিদেশ যাওয়ার জন্য সব জায়গা জমি বিক্রি,,কিন্তু যাওয়া হয় নি,,উপরন্তু বোনের বিয়ের জন্য মায়ের সব গয়না,,বোনদের গয়না বিক্রি,, আত্মীয়দের তাড়িয়ে দেওয়া,,তিরস্কার করা,,এর ওপর কাউকে না জানিয়ে ভাইয়ের বিয়ে করার ফলে নানা কথা শুনা ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনাগুলো চোখের সামনে সচরাচর ঘটতেই থাকতো..যদিও বয়স কম হওয়ায় আমাকে এইগুলো নিয়ে ভাবতে হতো না...তবে এগুলো আমাকে খুব স্পর্শ করতো...ভাবতাম আমি তো ক্লাস ৫ এ...যখন আমি ৮ এ উঠবো তখন হয়ত ভাইয়া বিদেশ গিয়ে অনেক টাকা পাঠাবে,,আমরা ইনেক সুখী হবো,,আম্মু আব্বুও টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া করবে না আর...আত্মীয়রাও আমাদেরকে আর তীরস্কার করবে না,,আর কখনো কারো হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না...কিন্তু নাহ! তা আর হলো না..ক্লাস ৫ পেরিয়ে ৮ পেরিয়ে আমি কলেজে পা দিলাম..দুখ কষ্ট আর পিছু ছাড়ে না...বোনদের বিয়ে দিয়ে নিঃস্ব অবস্থা...অনেক কষ্ট করে কলেজে ভর্তি হলাম..তারপর শুরু হলো প্রতিদিনের ভাড়া নিয়ে ঝামেলা..পড়া একদম শেষ শেষ এর পর্যায়ে...তখন বাবা মা ডিছিশন নিলেন আমাকে নানুবাড়ি পাঠিয়ে দিবেন..বাড়ি থেকে কলেজে যেতে আসতে লাগতো ২০ টাকা,,সেই ২০ টাকা সপ্তাহে ৩ দিন বের হতো না,,,আর নানুবাড়ি থেকে যাতায়াত খরচ লাগতো ১০ টাকা,,তাই নানুবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন আমাকে...😓

.

২০১৩ সালের শুরু থেকেই আমার নানুবাড়ির জীবন শুরু,,সেইসাথে শুরু সংগ্রামী জীবন...

একটি মেয়ের জীবনের রঙীন স্বপ্ন যে সময় শুরু হয়,,সেই সময়টাই আমার জীবনের সবথেকে কলুষিত সময় ছিলো...নানু মামি আর খালার অবহেলা,,তিরস্কার,,খারাপ ব্যবহার আর অপমানই ছিলো আমার নিত্যদিনের সংগী...কাজের মেয়ের মতো খাটুনী,, পড়তে না দেয়া,,কথায় কথায় অপমান এগুলো নিয়েই আমার বাঁচা ছিলো..বাবার পয়সা নেই বলেই আমাকে পরের বাড়ি এভাবে বড় হতে হলো...স্বপ্নগুলো এভাবেই শুরু হওয়ার আগেই ঝরে পড়লো...আমার বয়সি আমার মামার মেয়ে ছিলেন,,একইসাথে পড়তাম...কিন্তু অর দুনিয়া আর আমার দুনিয়ার মাঝখানে ছিলো এক আকাশ ব্যবধান...ও ঘুম থেকে উঠতো দেরি করে,,উঠতেই মা অর জন্য খাবার নিয়ে হাজির হতো,,মুখে তুলে খাইয়ে দিতো,,কলেজ এর জন্য রেডি করে নিজ হাতে চুল বেঁধে দিতো,,তারপর কলেজ এর গাড়ি এসে অকে নিয়ে যেতো,,আর আমি? আমি সেই সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর বাইর সব ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে,,নানুর কাপড় ধুয়ে,,মামিকে রান্নাঘরে সাহায্য করে,,খালার মেয়েগুলোকে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়ে,,কাপড় পরিয়ে স্কুলের জন্য রাস্তায় নিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে সবাইকে সকালের খাবার খাইয়ে ,নিজে খেয়ে রেডি হয়ে অনেক জায়গা হেটে মেইন রোডে গিয়ে গাড়ির জন্য অনেকক্ষণ দাড়িয়ে ,, কখনো বা পুরুষের সাথে বসে কলেজে যেতে হতো...ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস..কলেজে যাওয়ার সময় কেউ ভাড়া ব্যতীত এক পয়সাও দিতো না,,টিফিন টাইমে খাওয়ার জন্য মনটা বড় ছটপট করতো...প্রতিদিন ঘরে ফিরে এসেই ঠিক একইভাবে কাজ করতাম...রাতে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে যখন ঘুমাতে যাবো তখন নানু বলতেন উনার হাত পা টিপে দিতে।এভাবে রাত ১ -২ টা বাজতো,,তারপর ঘুমাতাম....এই কাজগুলো যে করতাম এতে আমার কোনো দুঃখ ছিলো না,,দুঃখ আমার একটাই ছিলো,,কাজে লেইট হলে,,কাজে ভুল হলে,,কাজে একটু হেরফের হলে আমাকে এতো কথা শুনানো হতো,,আমার বাবাকে নিয়ে কটুকথা বলা হত,,আমার ভাইয়ের চরিত্র নিয়ে উল্টাপাল্টাকথা শুনতে হত, আমার চরিত্রও এমন হবে,, ভাইয়ের মত নষ্ট হবো,,গরিবের মেয়ে হয়ে এতো ভাব কেনো এই কথাগুলাই শুনতে হত..আবার কলেজে যেতেও বাধা দেয়া হতো..ঘরে কিছু একটা নিখোঁজ হলেই আমাকে সন্দেহ করা হতো,,শুধু সন্দেহই নয়,,কোনো প্রমান ছাড়াই আমাকে অপমান করা হত,,অপবাদ দেওয়া হতো..এভাবেই কাটলো বছরের পর বছর...আমি কখনই কাউকে এসব বলতাম না,,ভাবতাম মা বাবা শুনলে কষ্ট পাবে,,আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে...বাবার খুব স্বপ্ন ছিলো ক্লাস ফাইভ আর এইটে স্কলারশিপ পাওয়া উনার এই মেয়েটা এইচএসসিতেও এসএসসির মতো রেজাল্ট ধরে রাখবে,,

কিন্তু এইচএসসিতে খুব একটা ভালো রেজাল্ট হয়নি..যদিও আমি আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম...তারপর শুরু হলো আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ,,অনার্স সেকন্ড ইয়ারে ওঠার পর একজন সিনিওর ভাইয়ার সাথে পরিচয় হয়,,আলাপচারিতার এক পর্যায়ে অনেক ভালোই সম্পর্ক হয়,,উনাকে সব কথা শেয়ার করতাম,,উনি আমাকে খুবই সাপোর্ট করতেন..উনি সবসময় পর্দা করার জন্য বলতেন,,আমার সকল দুঃখ আমি উনার কাছে বলতাম..

.

তারপর আমার মামাতো বোনের বিয়ে হয়ে যায়,,আমাকেও বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়..আমার ইউনিভার্সিটি যাওয়ার খরচ উনারা আর দিতে পারবেন না,,আমিও চলে আসি বাড়িতে..আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই বিদেশ চলে যান,,আরেক বড় ভাই একটা চাকরি পান..আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ

এতোকিছুর পরেও কোথায় যেনো অশান্তি ছিলো ঘরের মাঝে,,অভাব পিছু ছাড়লো না..পড়াশোনাটা মোটামুটি চললো...এইভাবে এক পর্যায়ে আবারো নানুবাড়ি থাকার প্র য়োজন শুরু হলো..বড় আশা নিয়ে আবারো বাড়ি ত্যাগ করলাম,,ভাবলাম এইবার হয়তো সবাই ভালোবাসবে,,সবাই বুঝবে আমি অসহায়,, কিন্তু না।।।আবারো শুরু....সালটা ছিলো ২০১৮...

এই অবস্থার মাঝেই কেউ একজনকে আমার খুব ভালো লাগতো..হারাম সম্পর্কে জড়িয়েও জড়ানো হয়নি,,কারন পরিণয় হওয়ার আগেই জানতে পারলাম অর রিলেশন আছে অন্য একজনের সাথে সেটাও আমাকে খুব খুব কষ্ট দিলো...এভাবেই কাটতে থাকতো দিন,,তবে সিনিয়ার সেই ভাই আমার পাশে থেকে সাহস আর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন প্রতিটা মুহূর্তে..

তো সেদিন ছিলো আমার বার্থডে,,আমাকে আমার দুই একজন ফ্রেন্ড কলেজে যাওয়ার পর উইশ করলো,, এই এতটুকুই,,তারপর ক্লাস করে আমার এক বান্ধবীর সাথে ব্যাংকে গেলাম,,সেখানে গিয়ে একটু লেইট হয়ে গেলো,,অর জরুরী কাজ ছিলো বলে..বিকেল ৪ টার আগেই নানুবাড়িতে এসে ডুকতেই দেখি খুব থমথমে অবস্থা.. কেউ আমার সাথে বলতেছে না,,হঠাৎ আমার মা আমাকে কল দিয়ে যা তা বলতে লাগলেন,,নানু নাকি কলেজে গিয়ে আমাকে খোঁজে পায়নি (যদিও উনি কলেজের ভেতর ডুকেন নি,,গেটে দাঁড়িয়ে আমাকে না দেখে চলে আসেন।আমি সেটা পরে সেই পরিচিত সিএনজি ড্রাইভারের কাছ থেকে জানি,,তাছাড়া নানু যেই টাইমে কলেজে যান সেই টাইমে আমি চার তলায় ক্লাসে করতেছিলাম),, তারপর আমাকে নাকি পায় নি,, আমি না কি কোন ছেলের সাথে কোথায় চলে গেছি..ইজ্জত ডুবিয়ে দিয়েছি..আমি কুনো কথা বলি না,,,চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়তেই আছে..কাউকে হ্যা না কিছু বলতে পারি না,,বোন কল

দিয়ে উনিও ইচ্ছেমতো কথা শুনালেন...আমি আবারো কথা বলি না..সেদিন খুব কেদেছি ,,কেউ আমাকে বুঝলো না,,ফেরেশতার মত মানুষের ওপর অপবাদ দিলো..সিনিয়ার সেই ভাই আমাকে দুনিয়ার মায়া থেকে সরে আসার জন্য অনেক ইন্সপায়ার করলেন,,উনি আগে থেকেই ফুল পর্দা করার জন্য ইন্সপায়ার করতেন,,সেদিনও বললেন,বুঝালেন..উনার কথায় আমিও খুব ইন্সপায়ার্ড হলাম,,সেদিন উনি আমার চোখ খুলে দিলেন..

সেই রাত্রে আমি তাহাজ্জুদের সময় আচমকা ভাবেই জেগে ওঠি,,দেখি রাত ৩ টা..

সেই প্রথম বুঝলাম আমার রব আমাকে ডাকছেন...আমি ও আমার রবের কাছে ম ন প্রাণ খুলে সব বললাম,,আহ! সেই সেজদাহ,,সেই কান্না,,সেই কষ্ট,,সেই আর্তনাদ,, সেই ভাঙন আমার রব ছাড়া আর কে দেখেছিলো সেদিন...সেদিনই বুঝলাম তিনিই আমার রব,,সেদিনই বুঝলাম এ দুনিয়া আমার আসল ঠিকানা নয়,মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম,আর কারো গোলামি নয়,একমাত্র আমার রবের গোলামি করেই জীবনের শেষ দিনের অপেক্ষা করবো,,জান্নাতে গিয়ে সুখের দেখা পাবো..ইন শা আল্লাহ

.

ধীরে ধীরে শুরু করলাম পর্দা,,মাহরাম নন মাহরাম মানা শুরু করলাম,,ধরলাম রাসূলের পথ,,পেয়ে গেলাম অমূল্য রত্ন "হিদায়াত",,শুরু করলাম নতুন জীবন...❤️

যদি এক বাক্যে বলি আমার হিদায়াতের গল্প তবে বলবো আমার রবের সেই বানীই আমার গল্পের সারাংশ~

" এবং তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা অবস্থায় অতঃপর পথ প্রদর্শন করলেন " (৯৩:৭)

আলহামদুলিল্লাহ

আজও আমার সংগ্রাম চলতেছে,,আজও আমি অসহায়,,আজও আমি দুঃখে কষ্টে জর্জরিত...তবে আজ আমি আর একা নই,,আজ আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত,,আজ আমার সাথে রয়েছেন আমার রব,,রয়েছে সবর...:)

হয়তো এই সংগ্রাম আমার মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকবে,,হয়তো এ দুনিয়ায় কখনই সুখের দেখা পাবো না,,হয়তো সব স্বপ্ন এভাবেই ভেংগে চুরমার হতে থাকবে,,কিন্তু তবুও আমার মাঝে এক ফোটা আফসোস কাজ করবে না..কেননা আমি তো এই দুনিয়ায় সুখ চাই না;আমি আঘাত চাই,,যে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হবে আমার হৃদয়,,যে আঘাত আমাকে আমার রবের আরো কাছে নিয়ে যাবে,,যে আঘাত আমাকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করবে..আমি নির্দিধায় আঘাতগুলোকে স্বাগতম জানাবো...:)

তাই তো মোনাজাতে আমার রবকে বলি,,"হে আমার রব,যত সংগ্রাম দাও,,যত কষ্ট দাও,,যত ভাঙন দাও,,সব মাথা পেতে নেবো,,তুমি শুধু বিনিময়ে আমাকে জান্নাতে তোমার ঘরের কাছে একটু ঠাঁই দিও,,একটু জায়গা দিও.."

আমার সেই মোনাজাতে আমি তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া রাখি যারা আমাকে শিখিয়েছে জীবনের মানে কি...

আজও আমি আমার মোনাজাতে রাখি সেই মানুষটিকে,হৃদয়ের গহীন থেকে দোয়া করি সেই মানুষটির জন্য,যে আমাকে দেখিয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান...❤️

.

আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল...😊

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ১৫তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2430366643893372&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১৭

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আসসালামুআলাইকুম

আমি এখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছি ইন্টারে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার কিছুদিন আগে।

আমার বাসায় ইসলামি মাইন্ডের বলতে ভাইয়াই একটু ইসলামি হুকুম আহকাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

আব্বু আম্মুও ইসলাম মানতো তবে তা নামাজ, রোজা, সত্য কথা বলা, সুদ ঘুষ না খাওয়া এগুলো মানতো। একেবারেও বেইসলামিক ছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত আম্মুকে পাশে পেয়েছি। কারণ আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠি তখন আম্মু জবে জয়েন করে। টানা সাত বছর জব করেন আম্মু। যখন আম্মুকে কাছে দরকার তখন আম্মু দূরে ছিল।

এই সাত বছরে আম্মুর অভাব ভাইয়া পূরণ করতো। আম্মুর অভাব কি ভাইয়াকে দিয়ে পূরণ হয়???

আম্মু না থাকায় আর আমি একটা ছোট মেয়ে বলে সবাই খুব আদর করত(এখনো করে)। তখন অতিরিক্ত আদর আর কম শাষনে অনেকটা জেদি টাইপের ছিলাম। কেউ জোরে একটা কথাও বলতো না।

এভাবে চলছিল। যখন পিএসসি পরীক্ষার আগে ভাইয়া একটি ইসলামি সংগঠনে যুক্ত হয়। সেই সুবাদে বাড়িতে অনেক ইসলামি বই এবং হাদীস বই থাকতো। সেগুলো পড়তাম তবে অমনোযোগী হয়ে। তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু ইসলামের পথে আসতেছিলাম ভাইয়ার উছিলায়।

৭ম শ্রেণী থেকে বোর্কা পরা শুরু করি।

তারপর হাদীস এবং বড় আপুদের নসিহতে একটু একটু করে ইমপ্রুভ হয়। জেএসসি পরীক্ষার সময় থেকে মুখে নিকাব পরা শুরু করি। আর তখন শুধু ফজরের নামাজ মাঝে মাঝে ৩/৪ ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে রমজানে সব রোজা রাখা শুরু করি।

নবম শ্রেণীতে ফেসবুক আইডি ওপেন করি তখন থেকেই অধঃপতন শুরু হয়।

তখন থেকে ডিজিটাল হেজাব পরতাম।

এসএসসি পরীক্ষার সময় মাথায় উটের কুজের মতো হেজাব করতাম মুখে নিকাব দিতাম না তবে বোর্কা পরতাম।

কলেজে ভর্তির পর শুরু হয় মূল উৎশৃঙ্খলতা। কলেজে থ্রিপিস পরে যেতাম।

বোর্কা পরা একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম।

দুইটা হেজাব দিয়ে উটের কুঁজের সাইজে হেজাব করতাম।

ইন্টার প্রথম বর্ষ এভাবেই চলছিল।

তখন আম্মু জব করতো না আর। নামাজের জন্য আম্মু চাপ দিত তবে কখনো আমাকে পর্দা করার তাগীদ দেয় নাই।

ইন্টার প্রথম বর্ষে শুধু ফজরের নামাজটাই পড়তাম অন্যগুলো খুব একটা পড়া হতো না।

আমাদের এলাকায় মাদ্রাসার কিছু বড় আপুরা প্রতি শুক্রবারে ছাত্রীদের নিয়ে ইসলামি বিষয় নিয়ে আলোচনা করত।

ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমার এক ফুপি (আমার ছোট) আমাকে ঐ তাফসীর ক্লাসে ডাকতো কিন্তু আমি এই উছিলায় ঐ উছিলায় যেতাম না। এক শুক্রবারে ভাইয়া মেসে থেকে বাসায় এসেছিল সেদিনও ফুপি ডাকতে এসেছিল।

সেইদিনও যেতে না চাইলে ভাইয়া অনেক বকা দিয়েছিলো। ফলে সেইদিন গেলেও পরবর্তী একসপ্তাহে যায় নাই।

তারপরের সপ্তাহে ডাকতে আসলে আম্মু পরীক্ষার কথা বলাই যায় নাই।

তারপরের সপ্তাহে ডাকতে এলে যাওয়া শুরু করলাম(মন থেকে নয়)

এভাবে যেতে ঐ আপুদের প্রোগ্রামগুলো ভালো লাগতে শুরু করল তারপর শত ঝড় বৃষ্টিতেও যেতাম।

তারপর ফেব্রুআরি ২০১৯ থেকে ব্যক্তিগত প্রতিবেদন লেখা শুরু করি।

তারপর থেকে এইতো আস্তে আস্তে দ্বীনের পথে হাঁটা শুরু করি।

মার্চ ২০১৯ থেকে ফেসবুকে মেল ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়।

তারপর আমি নিয়মিত কোরআন হাদীস ইসলামি বই পড়া শুরু করি।

নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। শ'রয়ী পর্দা করি।

আম্মুকে নসিহত করে আম্মুও নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। আব্বুও নামাজ পড়ে নিয়মিত।

এখন দ্বীনের পথে চলতে আমাকে সবাই সাহায্য করে আলহামদুলিল্লাহ।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

দ্বীনে ফেরার ১৬তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431097367153633&id=100007601799490

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১৮

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

ছোট বেলায় খুবই শান্তশিষ্ট ছিলাম। স্কুলের ম্যডাম স্যারেরা আমাকে খুব আদর করতেন। ক্লাস ৫ পর্যন্ত খুবই ভাল ছাত্রী ছিলাম। সিলেটের সবচেয়ে নামকরা বালিকা হাই স্কুলে যখন ভর্তি হলাম তখন থেকেই পড়ালেখায় ফাটল ধরতে শুরু করলো। স্কুলের ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রীদের সামনে নিজেকে লিলিপুট মনে হতো। সেই হতাশই আমাকে পড়ালেখায় পিছিয়ে দিয়েছিলো। আমার পরিবার মোটামোটি ধার্মিক। আমাকে সব সময় ৫ ওয়াক্ত নামাযের তাগিদ দিতেন। একদিন সালাত পড়ি তো তিনদিন পড়িনা। এরকমই চলছিল। কলেজে পদার্পণ করলাম। কথায় আছে না,পিপীলিকার পাখা গজার মরিবার তরে। আমার বেলায়ও তাই হলো। আমার মধ্যে অবশিষ্ট যা ধার্মিকতা ছিল সব উবে গেল। মর্ডার্ণ বান্ধবিদের সাথে মিশতে মিশতে কখন যে আমিও মর্ডার্ণ হয়ে গেলাম টেরই পাইনি। আড্ডা,মাস্তি,কলেজ ফাকি দিয়ে বন্ধুদের সাথে পার্টি যেন নিয়মিত রুটিন হয়ে গেল। যদিও আমি গার্লস স্কুল,গার্লস কলেজেই পড়েছি তারপরও ছেলে বন্ধুর অভাব ছিল না। শুধু রামাদ্বানেই নিজের ধার্মিকতা বহাল রাখতাম। কলেজ লেভেল শেষ করতে না করতেই প্রথম ভালবাসার অধ্যায়ে হেরে গিয়ে মারাত্মকভাবে ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকেই ডুবে গেলাম দুনিয়াবি নেশায়। বুদ হ য়ে থাকতাম দুনিয়ার

চাকচিক্যময় জগতে। ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগলাম অন্ধকার জগতে। সেই অন্ধকার জগতটা আমার প্রতিদিনকার নেশায় পরিণত হয়ে গেল। সারাদিন মোবাইল,বন্ধুদের সাথে ফোনে কথা বলা, ফেসবুকিং এসব না করলে যেন আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। নিজেকে এসব কাজেই ব্যস্ত রাখতাম। ইন্টার দেয়ার পর বোরকা বানিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু সেই বোরকাকে নিজ কাজের স্বার্থে ব্যবহার করতাম। তারপর একদিন শখের বশে শিক্ষকতার চাকরি শুরু করি বাসার পাশেরই একটা হাই স্কুলে।

এরই মধ্যে আমার আপন খালা আমাদের পাশের ঘরেই ভাড়া দিয়ে আমাদের বাসায় উঠেন। খালার চার মেয়ে যারা অনেক আগেই ইসলামের পথে হাঁটা শুরু করেছে। তাদের সাথে গল্প করতাম কিন্তু ভালো লাগত না। তারা শুধুই ইসলাম সম্পর্কে কথা বলত যা আমার চরম বিরক্ত লাগত। তাদের এড়িয়ে চলতাম। প্রয়োজনে খালার বাসায় যেতাম আবার সাথে সাথেই চলে আসতাম।

একদিন গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম কথার এক প্রসঙ্গে আমার চাচীরা আমার সামনে আমার খালাতো বোনদের প্রশংসায় মেতে উঠলেন। এক চাচী অন্য চাচীকে বলতে লাগলেন "জানো ওর খালাতো বোনরা অনেক ধার্মিক। তারা নাকি টিভিও দেখেনা।" উনারা আগে থেকেই আমার খালাতো বোনদের কথা জানতেন। তাদের প্রশংসা শুনে আমার ভেতরটা কেন জানি মুচড় দিয়ে উঠল!! মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম আমার প্রশংসা তো কেউ এভাবে করবে না?? মাঝে মাঝে চিন্তা করতাম আমার খালাতো বোনরা কত ইসলামিক। তারা মরলেই ডাইরেক্ট জান্নাতে চলে যাবে। অথচ আমি পারবো না। আমি ভাবতাম অন্ধকার জগত থেকে ফেরার কোন পথ আমার জন্য আর খোলা নেই। এই জগতে একবার পা বাড়ালে আর বের হওয়া যায় না। আর তাছাড়া আমার বিগড়ে যাওয়া দেখে আমার পরিবার আমাকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন। আম্মু,আব্বু কথায় কথায় খালাতো বোনদের প্রশংসা করতেন আর আমাকে ধিক্কার জানাতেন। অবশ্য আমার জন্য আব্বু,আম্মুও হেদায়াতের দুয়া করতেন। কিন্তু আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন-

"তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না , বরং আল্লাহ্ই যাকে চান সৎ পথে পরিচালিত করেন, সৎপথপ্রাপ্তদের তিনি ভাল করেই জানেন।"(সূরা আল ক্বাসাস ৫৬)

আর এদিকে আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম আমার আর কখনো বিয়ে হবে না। আমার মতো মেয়েকে সব জেনে শুনে কে বিয়ে করবে? কারণ আমি চাইতাম যে আমাকে বিয়ে করবে সে যেন আমার সব কিছু জেনেই বিয়ে করে। কেননা বিয়ের পর আমার সম্পর্কে জানলে তো আমার সংসারই টিকবে না। এসব নিয়ে সবসময় চিন্তায় মগ্ন থাকতাম। আর চরম হতাশা আমাকে গ্রাস করে ফেলতো। কয়েকবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করি।

তার ঠিক কয়েকমাস আগেই আমার জীবনে এক আগন্তুকের প্রবেশ হয়। সে আমার সব কিছু জেনেও আমাকে প্রচুর ভালবাসত। আমি চাচ্ছিলাম না আমার মতো মেয়ের জন্য তার জীবনটা নষ্ট হোক। তাই তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দূরে ঠেলে দেই। আমি তাকে বলেছিলাম "যদি তুমি আমার ভাগ্যে থাকো তাহলে আল্লাহ ঠিকই আমাদের এক করে দিবেন। আর তুমি তো বেকার,বেকার ছেলের সাথে কোন বাবা মাই তার মেয়েকে বিয়ে দিবে না। আগে একটা চাকরি হোক তারপর দেখা যাবে।" এটা বলে তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেই। যদিও খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আমি চাইতাম সে ভালো থাকুক। আমার এই দূরে ঠেলে দেয়াই তার জন্য উত্তম হয়েছিল সেটা সে পরে বুঝতে পেরেছিল। আমার জন্য সে ডিপ্রেশনে চলে যায়। যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার কারণে সে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল, আর প্রচুর পাগলামি করতো। তারপর একদিন সেই ডিপ্রেশনই তাকে রবের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু আমি তো পারছিলাম না!! তারপর থেকেই কেন জানি মন খারাপ হলেই খালাতো বোনদের কাছে চলে যেতাম। তাদের কথাবার্তা আমার ভালো লাগতে শুরু করলো। কোন একদিন গল্পে গল্পে তারা বলল আল্লাহ নাকি সব গুনাহ মাফ করে দেন যদি বান্দা খাস দিলে তওবা করে। আমি এই কথা শুনে অবাক হলাম। আমি ভাবতাম আমার আকাশচুম্বী গোনাহ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। আমি ভাবতাম আমি তো নিশ্চিত জাহান্নামী। অথচ কোরআনের সেই আয়াত আমার অজানা ছিল

"যারা তাওবাহ করবে, ঈমান আনবে আর সৎ কাজ করবে। ফলে এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, এদের প্রতি এতটুকু যুলম করা হবে না।"(সূরা মারইয়াম আয়াত ৬০)

আমি এটাও জানতাম না যে,

"যারা তাওবাহ করবে, ঈমান আনবে, আর সৎ কাজ করবে। আল্লাহ এদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন; আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।" (সূরা আল ফুরকান আয়াত ৭০)

তওবা কিভাবে করতে হয় তা আমার জানা ছিল না। আমার কাজিনরা আমাকে শিখিয়ে দিলো। তারপর কোন এক রমযানে আমার বদলে যাওয়া শুরু হলো যা আমি নিজেই টের পাইনি। প্রচুর দোয়া করতে লাগলাম নিজের হিদায়াতের জন্য।

একদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম আজ থেকে টিভি দেখা,গান শোনা বন্ধ। আমি আমার এই ওয়াদা রক্ষা করতে পেরেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি তাঁর বান্দাহদের তাওবাহ ক্ববূল করেন, পাপ ক্ষমা করেন আর তিনি জানেন তোমরা যা কর।"(সূরা আশ শূরা ২৫)

তারপর তাওবাহর আরো কিছু ভিডিও দেখে বালিশে মুখ চেপে কাঁদতে লাগলাম যাতে কেউ কান্নার আওয়াজ না পায়। কারণ এগুলো দেখলে আমার পরিবার আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেন। যেহেতু আমার রুম পেরিয়ে বাথরুমে যাওয়া লাগত সেই সুবাদে রাতে আমার ভাই প্রায়ই দেখত আমি সালাত পড়ছি। এগুলো দেখে সে আমাকে ভন্ড বলতে লাগলো। বলতো এরকম ভন্ডামী বেশি দিন থাকবেনা। এরকম বলার কারণ ছিল। এর আগে বহুবার আমি আমার পরিবারকে কথা দিয়েছিলাম ভাল হয়ে যাব কিন্তু আমি আমার কথা রাখিনি।

তারপর একদিন প্রতিজ্ঞা করলাম আজ থেকে মাহরাম মেইনটেইন করব। সেই দিন আমার এক কাজিন আসছিলেন লন্ডন থেকে প্রায় ১০ বছর পর যাকে নিজের আপন বড় ভাইয়ের মত ভাবতাম। উনার সাথে দেখার করার জন্য আমাকে বলা হলো। আমি বললাম পর্দা ছাড়া যাবো না। আমার আব্বু,আম্মু আমাকে বললেন পর্দা ছাড়াই উনার সামনে যেতে। আমি মানতে নারাজ। অনেক বুঝানো আর কথাকাটাকাটির পরও আমাকে পর্দা সহ যেতে দিতে চাননি। আমিও নাছোড়বান্দা। পর্দা,নিকাব করেই উনার সামনে যাই এবং কুশলাদি বিনিময় করে চলে আসি। হাত পা কাপছিল। ভাইয়া কিছুই মনে করেননি যেহেতু উনি শিক্ষিত আর লন্ডন প্রবাসী। আমার পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবেই নিলেন। তারপর আরেকদিন আমার চাচাত ভাইদের সামনে যাদের সাথে (খুনসুটি লেগেই থাকত) যখন পর্দা করে বের হলাম তখন অনেক কথা শুনতে হয়েছে যা আমার হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছে। আমার পরিবার আমার পর্দা করাকে নিয়ে হাসাহাসি করলেন। কেউ কেউ তো আমার অতীত দিয়ে আমাকে ছোটও করলেন!! সেইদিন খুব কেঁদেছি কিন্তু ভেঙ্গে পড়িনি।

পড়ালেখা ছেড়ে দিলাম। পরীক্ষার জন্য আমার ২ ওয়াক্তের সালাত কাযা পড়া লাগত। চিন্তা করলাম যখন আল্লাহ বলবেন দুনিয়াবি পড়ালেখার(যা আসলেই কোন কাজে লাগবে না) জন্য কেন আমার আদেশকে ছোট করে দেখেছো? তখন কি জবাব দিব?? তাই আল্লাহর খুশির জন্য পড়ালেখা ছেড়ে দিলাম। দুনিয়াবি পড়ালেখার দরকার আছে ভবিষ্যতে কাজে আসবে। কিন্তু আমার তো কোন ভবিষ্যত নেই,আর আমার জব করারও কোন ইচ্ছে নেই তাই ছেড়ে দিছি। এদিকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো। আমি জানিয়ে দিলাম দ্বীনদার ছাড়া কাউকে বিয়ে করবো না। এই নিয়ে আমাকে প্রচুর কথা শুনতে হইছিল। এর মধ্যেই আমার মানসিক চাপ বাড়তে লাগলো। অন্ধকার জগতটা আমার ক্ষতি করার জন্য আমার পেছনেই লেগে থাকলো। এরই মধ্যে হঠাৎ আবার সেই আগন্তকের আগমন। সে খবর পেয়েছে আমি দ্বীনের পথে আসার চেষ্টায় আছি। কিন্তু পারছিলাম না আমার অতীতের জন্য। তাই সে হঠাৎ করেই তার পরিবারকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। আমার বাবা মাও রাজি হয়ে গেলেন। শেষমেশ আল্লাহর হুকুমে সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত আগন্তকের সাথেই আমার বিয়ে হলো।

মাঝে মাঝে ভাবি,আমার মতো গুনাহগারকে আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে অনেক বড় বড় বিপদ থেকে রক্ষা করলেন আর আমিই কিনা উনার অবাধ্য হতাম,নাফরমানি করতাম। উনি চাইলেই তো আমাকে জাহান্নামের পথেই রাখতে পারতেন?? কিন্তু আমার রব তা করেননি কারণ তিনিই তো রাহমানুর রাহিম,গাফুরুর রাহীম। পৃথিবীর শত শত মানুষের মধ্যে ও আমি একজন ভাগ্যবতী আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আমাকে উনার রহমত দ্বারা ঘিরে রেখেছেন। হিদায়াতের পর অনেক অনেক দুয়া কবুল করেছেন যা আমার জন্য মিরাকল ছিল।

এখন আমি অনেক ভাল আছি আলহামদুলিল্লাহ। শ্বশুর বাড়িতেও পর্দা করে চলি,কোন সমস্যা হয় না। আর আমার পরিবার?? আগে আব্বু,আম্মু সবাইকে বলতেন সে পাগল হয়ে গেছে তাই এরকম চলে আর এখন বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলেন "আমার মেয়ের হেদায়াত হয়েছে।" মাঝে মাঝে আমার আব্বুকে ছোট করার জন্য অনেকে আমার প্রসঙ্গ টেনে আনে। তৎক্ষনাৎ আব্বু বলে উঠেন "আমার মেয়ের আগের কথা বাদ দিয়ে এখন সে কিরকম চলে সেটা বলো।" কবরে ভালো থাকার জন্য যদিও সেরকম আমল করতে পারেছি কি না আমার জানা নেই!! তারপরও আমি তো তওবা করে অন্ধকার জগত থেকে আমার রবের অনুগ্রহে ফিরে এসেছি সিরাতুল মুস্তাক্বিমের পথে।

ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবি সাব্বিত ক্বালবি আ'লা দ্বীনিক।

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

দ্বীনে ফেরার ১৭তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2433215160275187&id=100007601799490

দ্বীনের ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:১৯

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

ঢের সুখের ফানুস উড়িয়ে আমোদ গুনা আমার কাছে উদ্দেশ্যেটাও ভাবনাহীন...

অপসংস্কৃতির কবলে পড়া টিনএজাররা যেমন লাইফ লিড করে তার ব্যাতিক্রম ছিলনা কোনো ভাবে.. তবে পারিবারিক শিক্ষার কারণে শালীনতার চর্চা করতাম।

পারফেক্ট কেউ না হলেও সুপরিচিত ছিলাম কিছু সাংস্কৃতিক অর্জন ও মেধাক্রমের জন্য! জীবনের মানে বলতে সেগুলুকেই বুঝতাম....অসুস্থ সামাজিক মানসিকতা আর অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস আমায় ধীরে ধীরে হাতিয়ারে পরিণত করছিল (আল্লাহুম্মাগফীরলি)

কিন্তু আদতে আমি ভাল নেই। কেমন যেন অপ্রাপ্তি এছাড়াও পরিবারেও আকাঙ্ক্ষিত অর্জনটা আমি পাইনি। সব মিলিয়ে জীবনটা বিষিয়ে উঠছিল।

আমি বুঝতে শুরু করি এই রঙের আড়ালের দুনিয়ায় আমাকে নিয়ে থাকা অপছন্দ , হিংসা আর তীব্র কানাঘুষা... আর চূড়ান্ত পর্যায়ে আমার ব্যার্থতা!

শুভ্রতার ছোঁয়ায় থাকতে ভীষণ আকৃষ্ট হতাম.... কিন্তু আমি যে তার যোগ্য নই!

শান্তি খুঁজতাম মরীচিকায়.. রবের ভালবাসা হতে দূরত্বে থেকে...

এছাড়াও এক ঘটনা এবং পরবর্তী আশংকা ভীষণ রকম কুঁড়ে খাচ্ছিল আমায় (প্রকাশে অনিচ্ছুক)!

বিদগ্ধ আত্মা খুঁজে ফিরছিল প্রশান্তির আভা! তিক্ততার ভারে নুয়ে পড়া আমিত্বটা সদা হাসির আড়ালে শোয়ান.. ছদ্মবেশ গুলো খোলাসা হওয়ার কফিন জমা পড়তো। আর ভীষণরকম তেঁতো অনুভূতির নিত্য দাফন......

এরি মধ্যে কোনোভাবে আমি জানতে পারি "আসহাবে কাহফদের" ঘটনা। আচমকা নাড়া দিয়ে যায় আমায়। আসহাবে কাহফদের একজন দোয়া করলে অসম্ভবটা ৩০৯ বছর পর সেই দোয়া কবুল হলোই আর মানুষের কিয়ামাত সম্পর্কে ভুলধারণার খন্ডনে যে নিদর্শন তা আমায় আলোড়িত করে যায়.!

এমন স্রষ্টা ছাড়া কেউই করতে পারেনা! কি নিদারুণ কৌশল.. ঘটনাবহ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হলো এমনভাবে যে কেউ সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

" এটা ঐ মহান কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ"[-সূরা বাক্বারা :০২]

কে আমি .?? প্রকৃতির সবই কি এমন খেলো!? বিশুদ্ধতা অস্তিত্ব..!?

প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনের সুনিপুণ এবং সূক্ষ বর্ণনাগুলো নিয়ে জানা শুরু করলে আরো বেশি প্রভাবিত হতাম!

ভীষন দোলা দিয়ে যাওয়া সেই ঘটনায়(আসহাবে কাহফ) একটা শক্ত স্ট্যান্ড তৈরি হয় রবের প্রতি.. সালাত পড়ি(আগেও তথাকথিত মুসলিম হিসেবে পড়া হলেও এটা অনেক ভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক করেছিল) চাইলাম যেন আমি সঠিক পথ পাই যা আমায় শান্তি দিবে...

এরপরের ঘটনাগুলো অলৌকিক.. যখনি কোনো সংশয়ের দানা বেঁধে যায় তখনি একদমি ভিন্নভাবে সমাধান পেয়ে যাই।রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা বাড়তে থাকে.....

ড. জাকির নায়েকের প্রত্যেকটা লেকচার,বিধর্মীদের সাথে প্রমাণ করা যে ইসলামই শ্রেষ্ঠ অসাধারণ লাগতো আমার। এভাবেই যাত্রা নতুন দিগন্তে ......

এবার স্থির হলাম আমাকে সব ঝেড়ে নিতে হবে! জাহিলিয়্যা হতে বের হওয়ার পালা।রবের সাহায্য চেয়ে নেমে পড়লাম.. বিশ্বাস করুন কেমন ভাবে পথ উন্মোচিত হচ্ছিল আমি জানিইনা।নতুন কিছু করবো;অস্বাভাবিক ভাবেই সুগম হয়ে যাচ্ছিল!!

হঠাৎ এক ভিন্ন আমাকে আবিষ্কার করলাম..

অকস্মাৎ স্নিগ্ধতা আমার দখলদার!কেমন ঘোর ঘোর উবে থাকা রোজ! যেকোনোএকটা নিয়মাত আমাকে আরো এগিয়ে দিচ্ছিল(প্রকাশে অনিচ্ছু) আমার গ্রহনযোগ্যতাই বদলে দিচ্ছে এভাবে...। প্রকৃতি যেন আমার মতো করেই..........

অপার কৃতজ্ঞতায় সিক্ত হই প্রতিটিবার।

এতো ভালোবাসে রব আমায়! কিসের মোহে বিকিয়ে দিব!?

শুরু হয় এক ভিন্ন যাত্রা! আমি যা ছেড়েছি সবকিছুর সর্বোত্তম বদলা রব আমাকে দিয়েছেন! (আলহামদুলিল্লাহ)

দ্বীন পালনে আমি যে বিরূপ প্রভাবে পড়িনি তা না।

হালকা বাধা, দু চারটা কটুক্তি, সবার গ্রহনযোগ্যতার বৈপরীত্ব ;আগে এই সেই করছে এখন আসছে পীর সাজতে,তোর মুখে হাদিস মানায় না,নিজে এই আর আমাদেরকে... ব্লা ব্লা অনেক মন্তব্য ঘরে বাহিরে শুনতে হয়। কিন্তু কখনোই তা আমার রবের অনুগ্রহ ছাপিয়ে ইমপর্টেন্স পায়নি! কারন এরা হলো তারা যারা নিজেদের গুনাহ ঢেকে পিঠ বাচাতে আমাকে এমন মন্তব্য করে!!

" কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ, মুমিনদের অন্তরে দুঃখ দেয়ার জন্য!"- [সূরা মুজাদালাহ্:১০]

এসময় আরো কিছু বুঝতে পারি আলহামদুলিল্লাহ! আমার প্রত্যাবর্তীত জীবনে তুলনামূলক ভালোরাই আমায় ভালোবাসে। ব্যাপারটা আরো ইন্টারেস্টিং!ইসলামী আইনের বিপরীতেগেলে ব্যাক্তি হতে রাষ্ট্র পর্যায়ে সৃষ্ট অনিয়ম আমার বিশ্বাসের পথে চলাকে বেগবান করে....

ইসলামের শুরু হতে এখনো পর্যন্ত মুশরিকদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র এবং সর্বোপরি গণহত্যা সহ সব কৌশলে ইসলামকে মুছে দিতে চাইলেও তা সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে অভিযোজিত হওয়া!

এসবকিছুই আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল যে ইসলামই একমাত্র সঠিক সুস্পষ্টধর্ম!

শূন্যতার পূর্ণতা দিয়ে যেই রব অশেষ করুণা হতে আমায় হিদায়াত দিলেন ;সেই নাফরমান আমিও হারিয়ে ফেলি নিজেকে আবার ফিরে আসি,বিশ্বাসের স্থানকে আরে দৃঢ় করে!!

তবু গুনাহের ভারে জর্জরিত💔

" তিনি তোমাকে পেয়েছিলেনপথের দিশাহীন; অতঃপর দেখালেন সঠিক পথ" - [সূরা আদ্ব-দ্বোহা:০৭]

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

দ্বীনে ফেরার ১৮তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2434003206863049&id=100007601799490

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:২০

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আল্লাহর পথে ফিরে আসার গল্প।❤❤❤

আমাদের সমাজে নরমালি হিজাব নিকাব বোরকা পরে বাইরে গেলে আবার মাঝে মধ্যে নিকাব না পরলে ও নন মাহরাম মাহরাম না মানলে ও কখনো পাঁচ, চার, তিন রাকাত নামাজ পরলে,রমজান মাসে আবার নামাজ রোযা পুরোপুরি ঠিক এরকম মানুষকে কিন্তু ধার্মিক মনে করা হয়। সেরকমই ধার্মিক ছিলাম আমি(আল্লাহুম্মা মাগফিরলি) কেউ কেউ হুজুরনি ও ডাকতো।মোটামোটি একটা ধার্মিক ফেমেলি আমার মা বাবা নামাজ,রোযা হালাল হারাম বেচে চলার চেস্টা করতেন আলহামদুলিল্লাহ।

মিউজিক ফ্লিম মোটামোটি দেখতাম বাংলা ছবি আর কি।ছোটবেলা থেকে অন্য সবার থেকে বুঝ ছিল আমার। স্কুল পাস করেছি ছেলে দের সাথে কথা বলা এসব মোটেই ভালো লাগতো না। কাজিনরা ও আড়ালে ভাবওয়ালি বলতো।তবে চেহারা ফর্সা না হওয়ায় হয়তো তেমন ঝামেলায় পরতে হয়নি। যাই হোক কলেজ জীবন শুরু হলো সেখানেই শুরু হলো আমার অধঃপতন।বন্ধুর প্রভাব যে নিজের ওপর পরে তা আমি বুঝি সেদিকে না যাই। কোনো ছেলের সা থে কথা বলতাম না তবে একটা ছেলের সাথে ধীরে ধীরে ফ্রি হতে চললাম।এই ফ্রি হওয়া আর বন্ধুত এমন পর্যায়ে গেলো দিনরাত চ্যাটিং করা, কলেজ, কোচিং এক কথায় ঘুমানো বাদে অল টাইম কথা হতো

যে আমি কখনো ছেলে দের সাথে কথাই বলিনি তার এই অবস্তা।

হারাম সমপর্ক চলতে থাকলো আল্লাহর কসম এই সমপর্ক যতদিন ছিল আমি কখনো একটু শান্তি পাইনি। দিনরাত চরম অশান্তিতে ছিলাম মোটামোটি ২ বছর।ওর প্রতি এত বেশি দূবর্ল ছিলাম পাগল লাগতো যা বলতো তাই করতাম,এক কথায় ও হেপি থাকুক এটা চাইতাম যে করেই হোক।আমি তখন এই সমপর্ক হারাম, কি রকম গুনাহ এতটা জানতাম না আসলে।ভাবতাম বিয়ে হয়ে গেলে তো ঠিক আছে।আমি এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম যেন। ভাবতে কস্ট হয় এখন আমার হায় কত গাফেল ছিলাম!!! এভাবেই কোনোরকম দিন কাটছিল।

আমার একটা অভ্যাস ছিল আমি কস্ট পেলেই তাহাজ্জুদ পরতাম আমার বাবা তাহাজ্জুদ পরতেন ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি।তো যে কথা বলছিলাম এক সময় আমাদের সমপর্ক টা আর রইলোনা ও কথা বলতোনা টিক সেই সময় আমি ব্লাক মেজিক এর রোগি ছিলাম। একে তো অসুস্থ তার উপর যার সাথে এক মিনিট কথা না বলে থাকতে পারিনা সে কথাই বলেনা।আমার অবস্তা খুব খারাপ হতে থাকলো হসপিটাল এ কাটতে থাকলো দিন কস্ট যে কি আমি সে সময়

বুঝে ছিলাম আল্লাহু আকবর খুব কাদতাম যে ইয়া রব আমাকে একটু শান্তি দিন প্লিজ। এই কটিন সময়ে আমি বুঝেছিলাম শান্তিদাতা একমাত্র আমার রব ,আর দুনিয়ার মধ্যে যদি কেউ আপন থাকে সে হলো মা,বাবা।

বলে রাখি আমি দাড়াতে পারতাম না তবে নামাজ মিস দিতাম না কস্ট হলেই তাসবিহ পরতাম আল্লাহকে ডাকতাম কাদতাম সে কান্নাই আজ আমাকে এত দুর এনেছে।মনে পড়ে এত কাঁদতাম আমার মনে হত পুরো পৃথিবী কাপছে। সেই সময় আমি স্মার্ট ফোন কিনি তখন ইউটিউব এ ওয়াজ শুনতাম ছোটবেলা থেকেই ইসলামিক বই, ওয়াজ এসব এর মত আকৃষ্ট ছিলাম তো ফোন পেয়েই শুনা হতো বিভিন্ন লেকচার। ড.আব্দুল্লাহ জাহাংগির এর লেকচার , বাসিরা মিডিয়া,উম্মাহ নেটওয়ার্ক এর ভূমিকা ছিল বেশি আমার পরিবর্তনে। ধীরে ধীরে পরিবতর্ন হতে শুরু করলাম। যেদিন জেনেছিলাম গান শুনলে কানে আগুনের শিসা ঢুকানো হবে সেদিন এর পর আর কখনো গান শুনিনি আলহামদুলিল্লাহ।

এভাবে চলছিল সবকিছু ভালোই যেহেতু ফেমিলি মোটামোটি ধার্মিক ছিলেন তাই সবাই আমার পরিবতর্নে খুশিই হয়েছিলেন বিপওি ঘটলো মাহরাম মেইনটেইন করতে এটা কাউকে বুঝানো যায়না।এইসময় ফেসবুক খুলি বিভিন্ন ইসলামিক গ্রুপে এড হই এর মধ্যে অনুপ্রানিত হয়েছি মুসলিম নারী গ্রুপ থেকে, জাইনাব আপু,নয়ন তারা মুন,ইভা আফরিন,উসমি আপু, জুমানা আপু এনাদের পর্দা নিয়ে বিভিন্ন পোস্ট, অভিঙতা পড়ে উৎসাহিত হয়েই আমি শুরু করি মাহরাম নন মাহরাম মেনে চলা। শুরু হয় এক নতুন যুদ্ধ যা প্রতিনিয়তই করে তুলেছি নানান জনের তিরস্কার , রিলেটিভ দের মানসিক নির্যাতন আল্লাহু আকবর।মা বাবা ভাই বোন মোটামোটি সাপোর্ট করেছেন।

মনে পড়ে এক রাত আমি রুম লক করে আছি কাজিনরা দরজায় ডাকছে কিছু বলতে না পেরে এক সময় সিজদায় পরে যাই আর কাঁদছিলাম হে আমার রব আমাকে

সাহায্য করুন এই বুঝি ওরা আমাকে দেখে ফেললো।শেষ পর্যন্ত রব সহজ করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। দ্বীন মেনে চলার ট্রাই করছি আর ওর সাথে ও মাঝে মাঝে কথা হতো তবে সেটা রিলেশন এমন কিছুনা যেহেতু ফ্রেন্ড তো হটাৎ করেই যোগাযোগ অফ করা সহজ ছিলনা।মাস দুয়েক পরে কোনো না কোনো ভাবে কথা হয়ে যেতো।তখন ও আমি সব কিছু মেনে

চললে ও ওকে ভুলতে পারছিলামনা তারপর ধীরে ধীরে মনের যেনাহ ও জানতে পারলাম রবের কাছে কাকুতি মিনতি করে পানাহ চাইতাম ওর কথা মনে হলেই ও ভালো থাকার ওর হেদায়াত এর দুয়া করতাম।

প্রতিবারই কোনো না কোনোভাবে ওর সাথে কথা হলে বলতাম ইয়া রব আর যেন না হয় আমি চাইনা দুজনই গুনাহগার হই। একবার চার মাস পর ওর মেসেজ পেয়ে সিজদাহ পড়ে কাদছিলাম আর বলছিলাম ইয়া রব আমি চাইনা আপনার কাছ থেকে দূরে যেতে একটু ঠাঁই দেন প্লিজ আপনার কাছে আমাকে আর হারামে জড়ায়েননা রব। এর পর ওর সাথে কথা বলি বুঝিয়ে বলি ও মোটামোটি দ্বীন বুঝতো আমার পরিবতর্ন ও জানতো যদি রব সাহায্য না করতেন আমি হয়তো পরে যেতাম অন্ধকার গর্তে তবে না আমার রব প্রতিবারই আলো জ্বালিয়ে পথ দেখিয়েছেন। এরপর টোটালি যোগাযোগ অফ হয়ে যায়।

আমি সবসময়ই চাইছি ও ভালো থাকুক আর ভালো থাকার পথ তো আমার রবের দেখানো পথ আমার সব দুয়ায় নিজের জন্য যা দুয়া করি ওর জন্য সেইম আল্লাহ যেন উভয়কেই মাফ করেন আর উওম জীবন সঙ্গী দান করেন ঈমান নিয়ে মরার তৌফিক দান করেন।আমার বিশ্বাস একদিন ও ও দ্বীনের পথে আসবে। প্রতিনিয়ত নফসের সাথে যুদ্ধ করছি আর যদি বেচেঁ থাকি তাহলে এমন জীবনসঙ্গীর অপেক্ষায় এমন একজন মানুষের জন্য দুয়া করি যে বলবে কখনো যেন পর্দার খেলাফ না হও, যে হবে আমার এই প্রতিনিয়ত যুদ্ধের সঙ্গী।আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে যে বলবে প্রি য় দুনিয়া তো সুখের জন্য নয় আরেকটু ধৈর্য ধরো ইনশাল্লাহ জান্নাতে কোনো কস্ট থাকবেনা।যদি বেচেঁ থাকি আমার রব এই চাওয়াটা পূরন করবেন কিনা জানি না। তবে আমি আমার রবের রহমত থেকে নিরাশ হইনা ভীত, শংকিত হয়ে আশা রাখি আমার রব আমাকে ক্ষমা করবেন আর আমাকে নিরাশ করবেন না।তিনিই তো বলেছেন তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইওনা❤️।

সবার কাছে দুয়ার আর্জি রইলো গুনাহ মাফ করে রবের কাছে যেন যেতো পারি।

শামছুন্নাহার রুমি আপুকে জাজাকিল্লাহ খায়রান। উহিব্বুকি ফিল্লাহি ❤️।

(লেখালেখির অভ্যাস নেই গুছিয়ে লিখতে পারিনি ভুল হলে মাফ করবেন প্লিজ।)

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

দ্বীনে ফেরার ১৯তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2437562373173799&id=100007601799490

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি

....

#দ্বীনে_ফেরার_গল্প_আমার_রবের_কাছে_ফেরার_গল্প

গল্প নাম্বার:২১

(লেখিকার পাঠানো লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে)

আমি নিজে নতুন যা যা জানতাম ইসলাম সম্পর্কে তাদের সাথে তা শেয়ার করতাম৷ তারাও খুব এঞ্জয় করতো আলোচনা গুলো। তারা প্র্যাক্টিসিং না হলেও তাদের আগ্রহ দেখে আমি আরো উৎসাহ পেতাম৷

একদিন ক্লাস এইটে বার্ষিক মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় একটা বই পুরস্কার পেলাম। নাম "কোরান ও সুন্নাহের আলোকে কবিরা গুনাহ"৷ ওয়াল্লাহী , বইটা পড়ে আমি জান্নাত সম্পর্কে যতটুকু না জানতাম তার চেয়ে বেশি জাহান্নাম সম্পর্কে ধারনা পেয়ে গেলাম৷ প্রতিটা ছোট খাটো গুনাহের শাস্তির কথা এমন ভাবে বর্ননা করা ছিলো বইয়ের মধ্যে রাতে ঘুমানোর সময়ও আমার সেগুলার কথা মনে পড়ে চোখ বেয়ে পানি পড়তো৷ ভাবতাম, আমি কত গুনাহের সাথে জড়িয়ে আছি৷ আমাকে কি এমনভাবে শাস্তি দিবেন রব? তখন মনে হলো, " রব আমাকে জান্নাত না দিন, তবুও যেনো আমাকে জাহান্নামের ধারেকাছেও না নেন৷ দরকার হলে জান্নাতের বাইরের দরজাতে ফেলে রাখুন, তবুও আমাকে যেনো জাহান্নামে না দেন। আমি পারবোনা এমন শাস্তি সহ্য করতে।"

তারপর থেকে যে আমি জান্নাতের যাওয়ার সহজ পন্থার খোঁজ করতাম সে আমি খোঁজ করতে লাগলাম কি কি করলে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে।

সে সময় পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম। সেই সম্পর্কে শাস্তির কথাও জেনে গেলাম। কিন্তু বাসার মানুষগুলো আমাকে পর্দা করতে দিতোনা। আম্মু বলতো বুড়ির মতো লাগে। আমাকে রাস্তার কেউ দেখে থাকেনাই৷ পর্দা না করলেও অশালীন উচ্ছৃঙ্খল পোশাক পড়তাম না। তবুও আমি তো জানি, আমার রব আমাকে কতটুকু পর্দা করতে বলেছেন।

বাসায় হাজার খোটা সহ্য করেও হিজাব করতাম। তবে কোথাও বেড়াতে গেলে, বিয়ে বাড়িতে গেলে আমাকে হিজাবও করতে দিতোনা। তখন অপরাধ বোধ কাজ করতো মনে। কতবার যে কেঁদেছি রবের কাছে। তখন মনে হতো, কতই না ভালো হতো আমি যদি এক আলেম পরিবারে জন্মাতাম৷ ছোট থেকেই আমার রবকে চিনতে পারতাম আমি।

তারপর ক্লাস নাইনে এক বড় নামকরা সরকারি স্কুলে চান্স পেলাম। ভর্তি হলাম। স্কুলে হেজাব পড়ে যেতে চাইলে বাসায় বড় বোন আর আম্মু হিজাব টেনে নিয়ে ফেললো। বললো, হিজাব পড়লে মানুষ নাকি আমাকে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট মনে করবে। পথেঘাটে মানু ষ জংগী শিবির সন্দেহ করে নিয়ে যাবে।

আমার মনে যে কি চলতো তখন সে শুধু আমি জানি আর আমার রব জানে। ক্লাস নাইন থেকে কোচিং এ যেতে হয়েছিলো বলে বার বার পোশাক চেঞ্জ করার ঝামেলার অজুহাতে অনেক কান্নাকাটি করে বোরকা নিয়েছিলাম। আমাকে যেখানেই যাই বাধা দিতো হেজাব পড়তে। আরো কটু কথা। কথাগুলো তীরের বাণের মতো বুকে বিধতো। আমার আশেপাশে আমাকে উৎসাহ সাহস দেওয়ার মতো কেউই ছিলোনা। এক অজানা ভয় কাজ করতো। একদিকে আমার রব আরেকদিকে আমার পরিবার। বয়সে ছোট হওয়ায় কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারতাম না আমি। ছোট বাচ্চার মতো নিরবে আল্লাহকে বলতাম, আমাকে কেনো এমন পরীক্ষায় ফেলছেন। এখন আলহামদুলিল্লাহ, এমন মনে হয়না। এখন বুঝি, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে দুনিয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে তার নিকটে যেতে পারার সবচেয়ে বড় সুযোগ তৈরি করে দেন।

এস এস সি এক্সামের পর ফেসবুক একাউন্ট খুলি। অনেক গুলো ইসলামিক গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ ফেসবুকও আমার হেদায়াতের উছিলা। কেননা যতটুকু না অপকৃত হয়েছি তার চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি। ফেসবুকের মাধ্যমে আমি ইসলামের সহীহ আক্বীদার বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি। ইসলামিক বইয়ের গ্রুপে এড হয়ে বই সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা নিই টাকা জমিয়ে অনেক ইসলামিক বই কিনেছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইন্টারে উঠার পর আল্লাহ দুইটা দ্বীনি ফ্রেন্ড দিয়েছেন। তারা আমাকে বিভিন্ন দ্বীনি ভাইয়ের দ্বীনি বোনের লিখা পাঠাতো। উৎসাহ পেতাম। তারা আমাকে পর্দা করতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক সাপোর্ট করেছে। আল্লাহর রহমতে আমি এখন নিকাব হাতমোজা,পা মোজা সব পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। যেদিন প্রথম এভাবে বাইরে বের হয়েছিলাম বলে বুঝাতে পারবোনা আমার অনুভুতি। মনে হলো পৃথিবীর সব প্রশান্তি যেনো আমার মনে এসে ভীড় জমিয়েছে।

যখন প্রথম স্ট্রিক্টলি শারীয়াহ পর্দা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন ফেমিলি থেকে বাধা আসলে একটা কথাই বলেছিলাম, "তোমরা আমাকে যাই বলো আমি সব শুনবো। তবে আমার রবের কোনো আদেশের সাথে তোমাদের চাওয়া আমি কম্প্রোমাইজ করবোনা। আমাকে ঘর থেকে বের করে দাও

বা কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দাও, আমি যে পথে চলছি সে পথ থেকে ফিরে আসবোনা। তোমরা আমাকে হাজার কথা বুঝাও, শাসন করো আর যাই করো, এসব বৃথা। আমি আমার লক্ষ্য থেকে ফিরে আসবোনা।"

আলহামদুলিল্লাহ, এই কথাগুলো বলার পর থেকে তারা আমাকে আগের মতো কিছু বলে না। ঘরে পরিস্থিতি আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য আগের চেয়ে অনেক সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

এখন বাইরে আমাকে দেখলে অনেক ফ্রেন্ড মনে করে কোনো বড় আলেম পরিবারের মেয়ে আমি। আলহামদুলিল্লাহ। ভুল হলেও ভালো লাগে শুনতে কথাটা। এখন কারো কথায় আগের মতো কস্টও পাইনা। আফসোস হয় তাদের জন্য। তবে তাদের হেদায়াতের জন্য রবের কাছে দোয়া করি। এখন আমি এইচ এস সি ক্যান্ডিডেট। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি কোনোদিন কিছু চেয়ে নিরাশ হইনি আলহামদুলিল্লাহ। যা চেয়েছি তাই দিয়েছেন। বরং তার চেয়ে উত্তম দিয়েছেন। বোনেরা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার মৃত্যুটা যেনো ঈমানের চাঁদর জড়ানোর সহিত আল্লাহ তায়ালা দেন। আমিন। আমাকে যেনো আল্লাহ তার এক প্রিয় বান্দী হিসেবে কবুল করে নেন। দুনিয়ায় আমলের ঝুলি যে এখনো শুন্য। জানিনা, কি নিয়ে দাড়াবো আমি আখিরাতে রবের সামনে। বোনেরা, সালাতের শেষে আল্লাহ তায়ালার এই অধম বান্দীকে দোয়ায় স্মরনে রেখো।

"বুকের খাতায় খুব যতনে

একটা স্বপন আঁকি

ফিরদাউসের ফুল বাগানে

আমি হবো পাখি!"

(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোন)

(দ্বীনে ফেরার ২০ তম গল্পের লিংক

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2445715189025184&id=100007601799490)

দ্বীনে ফেরার গল্প শেয়ারের আয়োজক

#শামছুন্নাহার রুমি